মন’প্যাথিঃ

শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

কলিকাতা
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড.
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শ্রদ্ধেয় রস-সাহিত্যিক

৺শরদিন্দুনাথ রায়ের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

নিবেদন

১৩৩০ সালের কার্ত্তিক মাসের 'ভারতবর্ষে' নারদবিচিত্রিত, পরশুরাম রচিত "চিকিৎসা-সঙ্কট" প্রকাশিত হয়। উহা পাঠ করিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করি এবং আমার মনে হয় যে নাটিকাকারে রূপান্তরিত করিতে পারিলে উহা জনপ্রিয় হইতে পারে। কিন্তু এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে কে এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের স্বর্গগত কবি, হাস্যরসিক শরদিন্দুনাথ রায়ের কথা মনে হইল। বাংলার রঙ্গ-সাহিত্যে তাঁহার স্থান বর্ত্তমানে কত উচ্চে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিত সুধীসমাজ তাহা বিচার করিবার পূর্ব্বেই তিনি অকালে ইহধাম হইতে বিদায় লন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এই গুরুভার বন্ধুমণ্ডলী আমার উপর অর্পণ করিলেন। পরশুরামের অপূর্ব্ব রচনার সহিত ভাষা সংযোজন করা আমার পক্ষে দুঃসাহসের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কত দ্বিধা ও সঙ্কোচের সহিত যে বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইয়াছিলাম তাহা এখনও আমার মনে পড়ে। যাহা হউক শরদিন্দুনাথকে স্মরণ করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম এবং পরলোক হইতে তাঁহারই প্রেরণা আমাকে শেষ পর্য্যন্ত অনুপ্রাণিত রাখিয়াছিল।

১৩৩১ সালের ১৭ই বৈশাখ কাশিমবাজার রাজবাটীতে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। ইহার পরেও একাধিক স্থানে ইহার অভিনয়

হইয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কলিকাতার মনোমোহন রঙ্গমঞ্চে "মির্জ্জাপুর ড্র্যামাটিক ইউনিয়ন"এর অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এই সকল অভিনয়ে যোগদান করিয়া যাঁহারা 'মনপ্যাথি'কে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

রচনার এত বিলম্বে ইহা কেন মুদ্রিত হইল তাহার একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। আমি মুদ্রাযন্ত্রকে বড় ভয় করিতাম, বিশেষতঃ নিজের রচনা বিষয়ে। শুভানুধ্যায়ী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় এত দিন পরে সেই ভয় ভাঙ্গিয়া দিলেন। ইহার জন্য তাঁহার নিকট আমি ঋণী।

কাশিমবাজার রাজবাটী।
দোলপূর্ণিমা, ১৩৩৮।

বিনীত—
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী

ভূমিকা

"চিকিৎসা-সঙ্কট"—একটা তুচ্ছ ছোট গল্প। লিখিবার সময় ভাবি নাই যে কোনও কালে তাহার পাত্রপাত্রী রঙ্গমঞ্চে দেখা দিবে। তথাপি এ গল্প সাধারণের মনে লাগিয়াছে এবং ইহার অভিনয়ও বহু স্থানে হইয়াছে। মূল রচনা এত ছোট যে তাহা যথাযথ গ্রহণ করিলে অভিনয় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হয়, সে জন্য অনেকেই তাহা ইচ্ছামত বাড়াইয়া ও বদলাইয়া নাট্যের উপযোগী করিয়াছেন।

মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এ বিষয়ে অগ্রণী, তিনিই সর্ব্বপ্রথমে "মনপ্যাথি" নামে রূপান্তরিত করিয়া ইহার অভিনয় নিজ প্রাসাদে করান। তাঁহার সেই রচনা এখন সাধারণের জন্য প্রকাশিত হইল। তিনি নানা গুরু কার্য্যে ব্যস্ত থাকিয়াও যে হাস্যরসে মন দিবার সময় পান, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। নীরস কর্ত্তব্যভারের অবকাশে কিঞ্চিৎ রসচর্চ্চা সহৃদয়তার লক্ষণ। মহারাজ নিজে উপভোগ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, অন্যকেও আনন্দের ভাগ দিতে চান। "মনপ্যাথি" নাটিকা রচনায় তাঁহার সহৃদয়তা সার্থক হইয়াছে।

পরশুরাম



প্রস্তাবনা

মন'প্যাথি', মন'প্যাথি',
সার্‌বে এতে মনের ব্যাধি,
থাক্‌বে না আর এ সংসারে
আধি ব্যাধির ভয়।
নিরালাতে গভীর ধ্যানে
দীরঘ শ্বাসে, হতাশ প্রাণে,
আকাশ পানে তাকিয়া থাকা
তাই কি বুকে সয়।
চাঁদের আলোর রজত নায়ে,
কুসুম বাসে, মলয় বায়ে,
হৃদয় মাঝে মনের মাণিক
করবে তারে জয়।

পাত্রপাত্রী

পুরুষ।

নন্দদুলাল মিত্র	...	...	জমিদার
গুপী বোস	...	..	উকীল
নিধু ও বঙ্কু	...	...	নন্দের বন্ধুদ্বয়
ডাক্তার তফাদার	...	...	এ্যালোপ্যাথ ডাক্তার
নেপালচন্দ্র রায়	...	...	হোমিওপ্যাথ ডাক্তার
হকিম সাহেব	...	...	ফরাক্কাবাদের হকিম
মীরমুন্সি	...	...	ঐ সহকারী
সাধু	...	...	ভণ্ড তপস্বী।
রঘু	...	...	উড়িয়া ভৃত্য

ভিখারী, মাড়োয়ারী, বেয়ারা, নাপিত, সেতারী,
চেলাদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী।

মিসেস বোস	...	...	গুপী উকীলের স্ত্রী
পিসীমা	...	...	নন্দের পিসী
মিস্ শান্তা মল্লিক	...	...	মিসেস বোসের ভগ্নী, লেডি ডাক্তার

এম্প্যাথি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দবাবুর বৈঠকখানা। কাল—সন্ধ্যা।

গুপী। তাইত হে, নন্দ এখনও এল না কেন? মনে ক'রে দেখ, এতটা রাত হ'ল—

বঙ্কু। মাইরি, দাদা আমার নিশ্চয়ই কা'র প্রেমে পড়েছে, নইলে এত দেরী ত' কোন দিন হয় না।

নিধু। সে বাওয়া সে চিজই নয়। গ্যাঁটের পয়হা খরচ করে' আমোদ ক'রবার ছেলেই সে নয়।

গুপী। সে কথা ঠিক ব'লেছ। বাপ, মনে করে' দেখ, Commissariatএ চাকরি করে' যথেষ্ট টাকা রেখে গেছে—নগদ টাকা, এক বাণ্ডিল কোম্পানির

কাগজ, এত বড় বাড়ীখানা, মনে করে' দেখ, অভাব কিসের !

নিধু। আমি ত তাই বলি,—নন্‌দা তোমার অভাব কিসের ! টাকার ত বাওয়া গাছ লাগিয়েছ, কিছু ঝাড় না। সেই বিরিঞ্চি আঁমলের ফরাস তাকিয়া, আর মান্ধাতা আমলের কতকগুলো ছবি ; দেখলে বাওয়া আমার গা গিস্ গিস্ করে। পয়হা খরচ হবে বলে' নন্‌দা আমার এতদিনের মধ্যে একখানা মটর কিনলে না। অবশ্য বন্ধুবান্ধবদের মাঝে মাঝে তু'একদিন বই কি আর বেশী চড়াতে হ'ত। তা' বাওয়া নন্‌দার আমার ট্রাম আর ট্রাম। ট্রামই ওকে খেয়েছে।

বঙ্কু। আমি বলি দাদা, মাইরি বে'থা কর। বউদি' না হ'লে কি বাড়ী মানায় ! বউদি' এলে মাইরি, তোমার ঘোড়া, জুড়ী গাড়ী, মোটর সব হ'বে। কান টান্‌লে মাইরি, মাথাও আসে।

গুপী। যাই বল তোমরা, মনে ক'রে দেখ ক্রমশই

যে ভাববার কথা হয়ে দাঁড়াল। কোন trespassএরchargeএ পড়্ল না কি !

বঙ্কু। মাইরি, fourth man এর অভাবে আজ দেখছি bridgeটা আর হয় না।

নিধু। নন্দা ফিরে এলেও খেলার অবস্থা যে থাকবে তা বলে' মনে হয় না বাওয়া।

বঙ্কু। দাঁড়াও মাইরি, পাশের বাড়ী থেকে 'ফোন' করে' দেখি ; নিজের বাড়ীতে রাখলে যে খরচা বাড়বে।

(উত্থান)

গুপী। মনে করে' দেখ, ভাল কথা বলেছ বঙ্কু, মেডিক্যাল কলেজ, ক্যাম্বেল, থানাগুলো—

নিধু। তার সঙ্গে আবগারীর দোকানগুলো বাদ দিও না বাওয়া।

বঙ্কু। সে সব মাইরি, আমাকে কিছু ব'লতে হবে না—

(ধূলাগায়ে, জামা ও কাপড় ছেঁড়া, কাগজ-মোড়া বাণ্ডিল হস্তে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নন্দের প্রবেশ)

সকলে। (উঠিয়া) একি ! একি !

গুপী। একি! মনে করে' দেখ assault নাকি? 322?

বঙ্কু। মাইরি, কার প্রেমে পড়েছিলে দাদা?

নন্দ। আর ভাই, ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে আজ নাকালের একশেষ।

গুপী। কেউ ধাক্কা টাক্কা দেয় নি? মনে করে' দেখ, ঠিক মনে করে' দেখ—

নন্দ। না—ঠিক মনে আছে—

নিধু। পয়হা দিয়ে উঠেছিলে ত? না বাওয়া আর কিছু? (অঙ্গভঙ্গী করিল)

নন্দ। সে ধাতের ছেলেই আমি নই, এ যাত্রায় খুব বেঁচে গিয়েছি কিন্তু, কিছু লাগে টাগে নি।

গুপী। অ্যাঁ। লাগে নি, মনে করে' দেখ, তাই কি কখনও হ'তে পারে! কাল সকালে টের পাবে।

নিধু। ওরে রঘু, থোরা গরম দুধ পিলিয়ে দাও বাওয়া, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

(রঘু চাকরের প্রবেশ)

বঙ্কু। মাইরি, পা দু'টো কি একেবারে কাটা গেছে? দেখি, দেখি। (তথাকরণ)

রঘু। উঃ! কি সরবনাশ! মোর বাবুর দ্বিটা গোড় কণ কাটি যাইচি! হা মোর কপালরে,—মা, মা—
(প্রস্থান)

নন্দ। তোমরা কি আমাকে পাগল ঠাওরালে? সত্যি বল্‌ছি, কিছু লাগে নি।

নিধু। নন্‌দা ট্রামে উঠবার আগে কিছু টেনে উঠেছিলে নাকি?

নন্দ। দুঃখের কথা কি বল্‌ব ভাই, মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে গিয়েছিলাম কটা জিনিষ কিন্‌তে। বেস্পতিবারের বারবেলাটা হাতে হাতে ফলে গেল।

নিধু। বাওয়া কবি সাধে বলে' গিয়েছেন (সুর করিয়া) "পার ত কেউ জন্মনাক, বিষ্যুৎবারের বার বেলা জন্মাও ত সামলাতে পারবে নাক তার ঠেলা—তার ঠেলা—তার ঠেলা।"

গুপী। আহা, মনে করে' দেখ, নিধু যে গান ধরে ফেল্লে, থাম, থাম! এখনই 124-Aতে পড়ে যাবে।

বঙ্কু। মাইরি, দাদার এ রকম অসুখ, আর তুমি মাইরি, গান ধরে ফেললে!

নন্দ। অসুখ কিছু নয়।

গুপী। উহুঁ মনে করে' দেখ, শরীরের ওপর অত অযত্ন ক'রো না। তুমি, মনে করে' দেখ, Penal Code ত পড়নি। এই গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যে বেলার ফুরফুরে দখিন হাওয়ায়, মনে করে' দেখ, মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ নয়।

নন্দ। মাথা তো ঘোরে নি, কেবল এই কোঁচার কাপড়টা পায়ে বেধে'—

বঙ্কু। আরে না না, মাইরি, ঘুরেছিল বৈ কি।—মাথাটা ঘুরেছিল, ট্রামটা ঘুরেছিল, পিথ্যিবীখানাই ঘুরেছিল। —আহা দাদারকি চেহারাই হয়েছে মাইরী।

নিধু। ক্রমশই তালপাতার সেপাই হয়ে দাঁড়াচ্ছ—বাওয়া। কোন দিন vanishing pointএ গিয়ে হাওয়ার সঙ্গে মিশে না যাও।

নন্দ হ্যাঁ, তা বটে, শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, কিন্তু মাথাটা—(ভাবিতে লাগিল)

গুপী। হ্যাঁ, এই মাথাটার একটা ব্যবস্থা কর। এইত, কাছাকাছি, মনে করে' দেখ, ডাক্তার তফাদার

রয়েছেন। অত বড় physician, মনে করে' দেখ, সহরে আর পাবে কোথা? ১৬৪৲টাকা ভিজিট। মফঃস্বলে দিন ৯৯৯৯৲ টাকা ফি। মনে করে দেখ, ইয়া গাট্টাগোট্টা চেহারা। বিলেতী আর এমেরিকান ডিগ্রীর মস্ত ল্যাজ। পাঁচখানা মোটর। মনে করে' দেখ, কাল সকালে তাঁকে মাথাটা একবার দেখিয়ে এস।

বঙ্কু। আমি বলি মাইরি, নেপাল ডাক্তারকে দেখালেই ভাল হয়। অমন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথ, মাইরি, সহরে আর ছুটী নেই। মেজাজটা একটু তিরিক্ষি বটে কিন্তু বুড়োর বিদ্যে অসাধারণ। বইয়ের একেবারে পাহাড়।

নিধু রেখে দাও বাওয়া তোমার হুমোপাখী আর বইয়ের পাহাড়। বইয়ের আলমারী সাজিয়ে বসে' থাক্‌লেই বাওয়া বিদ্যে হয় না। ওই ছুটো সাগুদানা আর ছু' ফোঁটা ওষুধে তোমার কিছু হবে না বাওয়া।

(রঘুর প্রবেশ)

রঘু। বাবু মা কাহুয়ছি।

নন্দ। তুই বুঝি খবর দিয়ে এলি, আমি ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েছি ?

রঘু। সে বাবু যে সেতে বেলে কউথেলে আপণঙ্কর দ্বিটা গোড় এক্কেবারে কাটি যাইছি।

নন্দ। পিসীমা হয়ত কেঁদেই আকুল।

গুপী। যাও ভাই, মনে করে' দেখ, আর দেরী ক'রো না, একবার দেখা দিয়ে এস।

(নন্দ ও রঘুর প্রস্থান)

নিধু। বাবুর পা কেটে গিয়েছে, কি সুসংবাদ বাওয়া যে বাড়ীর মধ্যে তাড়াতাড়ি না দিলেই নয়। আজকের আমোদটাই মাটি।

বঙ্কু। যা বলেছ মাইরি।

সকলে। চল চল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুর কাল—সন্ধ্যা

পিসীমা। হাঁ বাবা, পায়ে বেশী লাগে নি ত ?

নন্দ। ব'ললাম ত' পিসিমা, এ যাত্রায় খুব বেঁচে গিয়েছি।

পিসী। রঘু যেমন করে ছুটে এসে বলে গেল, আমি ত' কেঁদেই সারা, বাছার আমার কি হ'ল।—তোর বাপ ম'রবার সময় আমার হাত ধরে' ব'ললে, দিদি, নন্দের আর কেউ রইল না। (চক্ষু মার্জ্জনা) আমি কি আর কথা ব'ল্‌তে পারলুম। সেই থেকে তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ ক'রছি। তোর মা সে ত' তুই হ'বার এক বছর পরেই মারা গেল।

নন্দ। রঘু দেখ্‌ছি একটা কাণ্ডই বাধিয়ে তুলেছে।

পিসী। রঘু যে ব'লছিল তোর পা দু'টোয়—

নন্দ। ওর যেমন কথা।

পিসী। সত্যি বল্ বাবা, আমার কাছে লুকুস্ নি।

নন্দ। পড়ে' গেলাম ত পায়ে কাপড় বেধে। কিন্তু খুব বেঁচে গিয়েছি, কোথাও লাগে নি।

পিসী। এই রঘু যে ব'লছিল বাবুর মাথাটায়—

নন্দ। হ্যাঁ, সবাই বলছিল বটে মাথাটা—হ্যাঁ, কাল সকালে ডাক্তার তফাদারের ওখানে যাচ্ছি। সবাই ব'লছে যখন, একবার দেখিয়ে আসি।

পিসী। হ্যাঁ বাবা, ভাল করে' চিকিৎসা করাও।—বাছার আমার মনে সুখ নাই। বৌমার কাল হওয়ার পর থেকে একদিনও বাছার মুখে হাসিটী দেখিনি। (চক্ষু মার্জ্জনা) বাবা বিয়ে কর্। এই খালি সংসারে কি মন টেঁকে। গুপী উকিলের এক শালী আছে, বেশ বড়সড় মেয়ে। আবার পাশ টাসও কি করেছে। তুই মত কর্, আমি সব যোগাড় করে দেব। আবার সোনার সংসার হবে।

নন্দ। কেন পিসীমা, আবার ও সব কথা কেন। বেশ ত' আছি, আবার ও সব ঝঞ্ঝাটে দরকার কি ?

পিসী। আমি আর ক'দিন আছি বাবা! আমি যাবার আগে তোকে সংসারী দেখে' গেলে সুখে ম'রতে পারব।

নন্দ। আচ্ছা দেখি ভেবে।

পিসী। বাছার আমার মুখটি শুকিয়ে গিয়েছে, চল্ মুখে ছুটো দিবি। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—পথ   কাল—রাত্রি

গুপী। আজ, মনে করে দেখ, আর রক্ষে নেই। ফিরতে যেমন দেরী হ'ল আজ পিঠে সম্মার্জ্জনী না প'ড়লে বাঁচি।—সেই কোর্টে বেরিয়েছি। নিষ্কর্ম্মা বন্ধুটা নিয়ে গেল ধরে' তার বাড়ী। তারপর, মনে করে' দেখ, নন্দবাবুর ঐ বিপদ, ফিরি কি করে'?—অত বড় মক্কেল, মনে করে' দেখ,—মক্কেলই আমাদের আক্কেল।—(চিন্তা) assaultটা ফ'সকে গেল—grievous hurt, অন্ততপক্ষে trespassটাও হ'ল না! এই সারলে রে, এক বেটা ভিখারী এই দিকে আসছে।

(প্রস্থান)

(ভিখারী বালকের প্রবেশ ও গীত)

ওগো একটী পয়সা দাওনা
ঘুরি ফিরি পথে পথে
খেতে কিছু পাই না।

তোমরা চড় মোটর গাড়ী
আমরা যে তার তলায় পড়ি,
তরাসে পালিয়ে বেড়াই
(তবু) প্রাণ ত' মোদের বাঁচে না।
আমরা বেড়াই মাঠে ঘাটে
সুখে ঘুমাও তোমরা খাটে,
বাগান বাড়ী বাবুগিরি
ন'লে তোমাদের চলে না।

(প্রস্থান)

(গুপীর প্রবেশ ও পশ্চাতে ভিখারীর প্রবেশ)

গুপী। মনে ক'রে দেখ—

ভিখারী। বাবা, একটি পয়সা দাও না?

গুপী। বেটা ভিক্ষা করা, মনে করে' দেখ, বে-আইনী, তা জানিস? মনে করে' দেখ, পুলিশ, মনে করে দেখ, পুলিশ—

ভিখারী। ওগো একটী পয়সা দাও না।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—ডাক্তার তফাদারের রোগী দেখিবার ঘর   কাল—প্রভাত

(একজন স্থূলকায় মাড়য়ারী দাঁড়াইয়াছিল। ডাক্তার
পেটের উপর ষ্টেথেস্কোপ দিয়া দেখিয়া পরে
ফিতা দিয়া তাহার পেট মাপিলেন)

ডাঃ। (খুসী হইয়া) ব্যস্ সওয়া ইঞ্চি বঢ় গিয়া। আউর থোরা ঘিউ rub করনেসে ঠিক হো যায়ে গা।

মাড়য়ারী। ঘিউকো হাম কারবারী হ্যায়। হাম হরবখৎ পেটমে ঘিউ ডালেঙ্গে।

ডাঃ। যো ঘিউ আপলোক বাজারমে বেচতে থেঁ, উস্‌মে হোগা নেই। Pure ঘিউ হোনা চাহিয়ে।

মাড়য়ারী। হাঁ হাঁ, উয়া ভি হামরা পাশ হ্যায়। হামরা মল্লুকসে যো ঘিউ আতা উ একদম খাঁটি, লেকিন বাজারমে ছোড়নে কা বখৎ—(মাথা চুলকাইল)

ডাঃ। ব্যস্ হাম সমজ গিয়া। আউর দেখিয়ে chemical examinationকাওয়াস্তে থোরা যাস্তি করকে ভেজ দেনা।

মাঃ বহুত খুব।

(শ্লেট হস্তে চাপরাশির প্রবেশ)

ডাঃ। (শ্লেট পড়িয়া) বড়া আদমি ?

বে। জি হুজুর।

(ডাক্তার জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলেন)

ডাঃ। আপকা (হাত বাড়াইলেন)

মাঃ। আপকা কেৎনা ভিজিট ?

ডাঃ। মালুম হ্যায় নেই ? সাইন বোর্ড মে দেখিয়ে।

(মাড়য়ারী সাইন বোর্ড দেখিয়া বিস্ময় ও হতাশের ভঙ্গী করিয়া ভিজিট দিয়া প্রস্থান করিল)

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। গুড মর্ণিং সার।

ডাঃ। Good morning, well, what can I do for you ?

নন্দ। আজ্ঞে সার, বড় বিপদে পড়ে' আপনার কাছে এসেছি। কাল বিকেলে হঠাৎ ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে—

ডাঃ। (সহসা উঠিয়া) Dislocation ? Compound fracture ?—হাড় ভেঙ্গেছে ?

নন্দ। তা কি জানি!

ডাঃ। গায়ে কি ব্যথা আছে?

নন্দ। (হাত পা নাড়িয়া) না।

ডাঃ। পেটের কোন অসুখ আছে?

নন্দ। (পেট টিপিয়া) না, দাস্ত বেশ পরিষ্কার হয়েছে।

ডাঃ। সর্দ্দি আছে?

নন্দ। (নাক ঝাড়িয়া) এখন নেই, তবে মাসখানেক আগে—

ডাঃ। আচ্ছা আচ্ছা হয়েছে। আর কি রকম কি বোধ করেন সব খুলে বলুন ত?

নন্দ। কাল থেকে ক্ষুধাটা একটু কমেছে। আর রাত্রে যে স্বপ্ন দেখেছি সার, সে আর আপনাকে কি ব'লব। সে মনে ক'রলে (সভয়ে) এখনও আমার ভয় হয়।

ডাঃ। That's all right—আচ্ছা আপনাকে একবার examine করি। বসুন এই চেয়ারে। (নন্দের উপবেশন) জিভ দেখি? (নন্দ জিহ্বা বাহির করিল)

[ডাক্তার প্রথমে **magnifying glass** ও **torch light** দ্বারা পরে পিছাইয়া গিয়া **opera glass** দ্বারা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং টেবিলের উপর কাগজে মাঝে মাঝে লিখিতে লাগিলেন]

ডাঃ। এখন আপনি জিভ টেনে নিতে পারেন। এইবার আপনার পাল্‌স্‌টা দেখব। (নন্দ হাত বাড়াইল)

ডাঃ। (হাসিয়া) দাঁড়ান।

(দুই হাত মোটরের দুইটি 'স্পার্কিং প্লাগ' উঁচু করিয়া ধরিতে দিয়া মধ্যস্থ 'মিটারটি' দেখিতে লাগিল।)

ডাঃ। 15-20-30-45-55-60 এইবার হয়েছে। ('প্লাগ' টেবিলে রাখিয়া লিখিতে লাগিলেন) এইবার আপনি হাত নামিয়ে নিতে পারেন।—আচ্ছা দেখুন, আপনি সোজা তাকান, look straight—

[প্রথমে বুক ও পেটের উপর হাত রাখিয়া আঙ্গুল দিয়া টোকা দিলেন (Percussion) ও পরে কিল মারিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও পরীক্ষা ঠিক হইল না দেখিয়া একটি হাতুড়ীর দ্বারা বুক ও পেটের উপর একটী গোল কাঠ বসাইয়া তাহার উপর ঘা দিতে লাগিলেন]

নন্দ। বাবা! বাবা!

ডাঃ। অস্থির হবেন না। এসব আমাদের latest science (পেটে ষ্টেথস্কোপ লাগাইয়া) এইবার একটু হাসুন দেখি?

নন্দ। হাসি না এলে হাসব কি করে সার ?

ডাঃ। আচ্ছা আপনার কাতু কুতু লাগে ? Are you ticklish ? (তথাকরণ)

নন্দ। হা হা হা, দোহাই সার, কাতুকুতু দেবেন না।

ডাঃ। That's all-right (কপালের উপর ষ্টেথস্কোপ দিয়া) এইবার চোখ বুজুন। কি ভাবছেন ?

নন্দ। কাল রাত্রের সেই স্বপ্নের কথা।

ডাঃ। Hang your dream—ও সব ভুলে যান। আপনি ভাবুন যে আপনি অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছেন।

নন্দ। (চক্ষু বুজিয়া) সর্ব্বনাশ !

ডাঃ। আপনার চোখ কান নাক দিয়ে জল ঢুকছে।

নন্দ। (চোখ খুলিয়া) কৈ না !

ডাঃ। Hopeless ! আপনি তাই ভাবুন।

নন্দ। যে আজ্ঞে (চোখ বুজিল)

ডাঃ। ধরুন (নন্দ তুই হস্তে ষ্টেথস্কোপ মাথার উপর ধরিয়া রহিল। ডাক্তার নানা অঙ্গভঙ্গী করিয়া ঘড়ি দেখিয়া সময় গুণিতে লাগিলেন)

ডাঃ। All right (ষ্টেথস্কোপ খুলিয়া রাখিলেন)

নন্দ। অবস্থাটা কি রকম বুঝছেন ?

ডাঃ। Very bad—very serious.

নন্দ। অ্যাঁ,—বাঁচব'ত ?

ডাঃ। আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রব।

নন্দ। আমার কি হ'য়েছে ? অসুখটা কি ?

ডাঃ। আরো দিন কতক watch না করলে ঠিক বল্‌তে পারবনা। তবে সন্দেহ ক'রছি Cerebral tumour with strangulated ganglia—trephine করে' মাথার খুলি ফুটো করে' অস্ত্র ক'রতে হবে, ঘাড় চিরে nerve এর জট ছাড়াতে হবে। Short circuit হয়ে গেছে কিনা ! এ ছাড়া concussion of the Thyroid glandও হতে পারে। Operation না করলে বোঝা যাবে না। জানেন ত, latest theory !—

নন্দ। (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল) মরে যাব না ত সার ?

ডাঃ। (উঠাইয়া) দমে যাবেন না, তাতে collapseএর

chance আছে। Heartএ এর cumulative action বড় খারাপ, তা হ'লে আর আপনাকে সারাতে পারব না। Come to me again after seven days ;—my friend Major Gossain, a specialist in surgery, তাঁর সঙ্গে একটা consultationএর ব্যবস্থা করা যাবে। আর দেখুন, আমি prescriptionএর তলায় সব লিখে দিয়েছি। হেদোর ধারে Dr. Cowdri's Mythological Laboratory থেকে আপনার blood, stool, urine আর sputum পরীক্ষা করাতে হবে। এ ছাড়া আপনার চোখের জলের আর গায়ের ময়লার molyculo-chemical analysis করাতে হবে। সব লেখা আছে। Yes, your diet—egg-flip bone-marrow, chicken stew এই সব খাবেন। বরফ জল, ice cream খুব খেতে পারেন। আর দেখুন, দরকার হ'লে আমার এই 2250 C.C. indigenous injection syringe—(প্রকাণ্ড একটী কাঁচের নল বাহির করিলেন)

নন্দ। ও বাবা!

ডাঃ। (হাসিলেন) Injectionএ ভয় পাবেন না, এসব আমাদের latest theory, কিছুদিন পরে আপনাদের আর বোধ হয় ওষুধই খেতে হবে না।

নন্দ। অ্যাঁ!

ডাঃ। Your prescription (মাপে প্রায় নন্দের সমান একখানি প্রকাণ্ড prescription দিলেন)—164 rupees (ডাক্তার হাত বাড়াইলে নন্দ টাকা দিল) —thank you.

(নন্দের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গুপী বাবুর বাড়ী কাল—প্রভাত উত্তীর্ণ

(মিসেস বোস গান গাহিতেছিলেন)

সারা দুপুরটী বসে বসে আমি সাধের লেস্‌টী বুনেছি
লাগাব বলিয়ে জ্যাকেটে আমার, এমন লেস্‌টী বুনেছি।
সারা দুপুরটী করি নাই কিছু, করি নাই বসে কিছু আর
শুধু ক্রুশ সূতা লয়ে, কত ক্লেশ সয়ে লেস্‌টী আমার বুনেছি।
যখন বকিতেছিল সে আলিপুর কোর্টে, বেচারি আমার স্বামী গো,
যখন ঝরিতেছিল সে শ্রীমুখ হইতে 'জুরিস'এর* যত বাণী গো,
তখন যত সাসি দোর, এঁটেছিনু মোর, গরম হাওয়া রোধিতে
খুলেছিনু ফ্যান্, প্রাণ আন চান, (তবু) সাধের লেস্‌টী বুনেছি।
লেস্‌টী আমার বোনা নয় শুধু সারি সারি সূতা সাজায়ে
আছে ধারে ধারে তা'র ফুলের বাহার সকল লেস্‌টী জড়ায়ে,
সবার মাঝারে আছে তায় বোনা আধ-ফোটা কুঁড়ি গোলাপের
কে দেখিবে আর লেস্‌টী আমার আমারই কারণে বুনেছি।

(গান শেষ হইলে ইক্‌-মিক্‌-কুকার হস্তে এবং পরিধানে পেন্‌টুলুন গেঞ্জি ও স্কন্ধে গাউন লইয়া গুপীর প্রবেশ)

গুপী। তুমি ত গানই গাচ্ছ। এদিকে মনে করে' দেখ,

* Jurisএর

স্পিরিট ফুরিয়ে গিয়ে সব আধ-সিদ্ধ হ'য়ে আছে। এদিকে কোর্টে যাবার সময় হয়ে এল।

(কুকার খুলিল)

মিসেস। আঃ, আমি ও-সব বুঝি না। আজ ক'দিন থেকে ব'লছি ওসব স্পিরিটের কাজ নয়। চারকোল জ্বালাও কোন হাঙ্গামা থাকবে না। আমাকে ও-সব নিয়ে বিরক্ত ক'রো না। হ্যাঁ, ভাল কথা, লেসের যে প্যাটার্ণ টা দিয়েছি, কোর্টের ফেরতা সেটা নিয়ে এস। (প্রস্থান করিতে করিতে) —যেন ভুল না হয়।

(প্রস্থান)

গুপী। এমন বিপদেও মনে করে' দেখ, মানুষ পড়ে। ওঁর হুকুম আর ফরমাস শুন্‌তে শুন্‌তে জীবনটা কাট্‌ল। কোর্টে যা' পাব তা আগে মনে করে' দেখ ওঁর হাতে তুলে দিতে হবে। নইলে কথাই ক'বেন না। আর দুবেলা, মনে করে' দেখ, এই ইক্‌-মিক্‌ই ভরসা।

নেপথ্যে নন্দ। গুপী বাবু বাড়ী আছেন ?

গুপী। কে নন্দ বাবু নাকি? (তাড়াতাড়ি হুকার লুকাইয়া) এস এস, মনে করে দেখ ভায়া এস। আজ বড় সৌভাগ্য যে মনে করে' দেখ ভায়া সশরীরে দীনের কুটীরে এসে হাজির; তার পর কি খবর? ডাক্তার তফাদারের ওখানে গিয়েছিলে? কি বল্‌লে?

নন্দ। এই ত তাঁর কাছ থেকেই আসছি, তিনি যা বললেন, তা'তে আর ত' আমি বাঁচব না।

(কাঁদিয়া ফেলিল)

গুপী। আরে থাম থাম। ও-সব বুজরুকদের কথায় ভয় পেয়ো না। কি বল্‌লে কি?

নন্দ। বল্‌লেন যে আমার মাথা ফুটো করে' অস্ত্র করতে হবে, মাথা ফুটো কর্‌লে ত আমি বাঁচব না দাদা—

(ক্রন্দন)

গুপী। আহা কাঁদ কেন? এলোপ্যাথি ছাড়া কি আর চিকিৎসা নেই। কাটাকুটির মধ্যে যদি না যেতে চাও তবে আমাদের বঙ্কু বলছিল মনে করে' দেখ নেপাল বাবু হোমিওপ্যাথকে দেখাও। শুনছি

অসাধারণ চিকিৎসক—one dose cure—তোমার মাথার ভেতর মনে করে দেখ যদি ওলট-পালট হয়ে গিয়েই থাকে তবে হাতুড়ে বদ্দির কাজ নয়, ভাল ভাল ডাক্তার দেখাও।

নন্দ। এবার নেপাল বাবুকেই দেখাব মনে করেছি।

গুপী। তা বেশ ওঁকেই দেখাও। আর যদি কোবরেজকে দেখাতে চাও তবে মনে করে' দেখ তারিণী কোবরেজকে দেখাতে পার। অত ভাল আর অত বুড়ো কররেজ আর এদেশে নাই। বিক্রমপুরে মনে করে দেখ আদি নিবাস, সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তুমি বুঝি মনে করে' দেখ ওঁর সংস্কৃত বক্তৃতা শোন নি ?

নন্দ। আগে নেপাল বাবুকে দেখাই, তারপর দরকার হ'লে কোবরেজ মশায়কে দেখাব,—আমি বাঁচব ত ?

গুপী। মনে করে দেখ নিশ্চয়ই বাঁচবে ; আমরা মনে ক'রে দেখ তোমাকে মরতে দেব কেন।

নন্দ। যা হয় কর ভাই। তা হ'লে আজ আসি, দেখি বরাতে কি আছে।

গুপী। আমরা মরা মানুষ জীয়ন্ত করি আর মনে করে' দেখ তোমায় বাঁচাতে পারব না।

(নন্দ বাবুর প্রস্থান)

(মিসেস বোসের প্রবেশ)

মিসেস। হ্যাঁগা, আজ আর কোর্টে যেতে হবে না? আমার লেস্ না আনলে টের পাবে কিন্তু। হ্যাঁগা, নন্দবাবু এসেছিলেন না?

গুপী। হ্যাঁ, কেন?

মিসেস। কেন আবার জানেন না বুঝি! ন্যাকামির আর জায়গা পেলে না। (গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া) সত্যি বল্ছি শান্তার একটা ব্যবস্থা কর। নন্দ বাবুর সঙ্গে একদিন দেখা করিয়ে দাও তা' হ'লেই সব মিটে যাবে। তুমি যদি এটা করবে বল তবে এখনই এক বোতল স্পিরিট ঝিকে দিয়ে আনিয়ে দিই।

গুপী। আবার ঘুস, bribery মনে করে দেখ 161 I. P. C. তা' জান? আচ্ছা দেখছি চেষ্টা করে।

মিসেস। এস তবে।

গুপী। (মিসেস বোসের রিষ্টওয়াচ দেখিয়া) এখনও আধ ঘণ্টা সময় আছে। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—নেপাল বাবু হোমিওপ্যাথের বাটী কাল—প্রভাত

রাশিকৃত পুস্তক-বেষ্টিত ডাক্তার গড়গড়া টানিতেছিলেন ও পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। দূরে ডাঃ হানিম্যানের একখানি ছবি। নন্দ ধীরে ধীরে সঙ্কোচের সহিত প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিল।

নেপাল। (কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া) বসবার জায়গা আছে। (নন্দ বসিল)

নেপাল। শ্বাস উঠেছে?

নন্দ। আজ্ঞে?

নেপাল। রোগীর শেষ অবস্থা না হলে ত আমায় ডাকা হয় না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

নন্দ। আজ্ঞে আমিই রোগী।

নেপাল। সেটা আগে বলতে হয়। তা' ডাকাত ব্যাটারা ছেড়ে দিলে যে বড়? তোমার হয়েছে কি?

নন্দ। সে দিন ট্রাম থেকে পড়ে গিয়ে—

নেপাল। বেশী কথা বল কেন। প্রথমে কাকে দেখিয়ে-ছিলে?

নন্দ। ডাক্তার তফাদারকে।

নেপাল। মরণ হয়নি তোমার,—তফাদার কি বলেছে ?

নন্দ। বল্লেন আমার মাথার ভেতর টিউমার না কি হয়েছে।

নেপাল। তফাদারের মাথায় কি আছে জান ?—গোবর, আর টুপীর ভেতর শিঙ, জুতোর ভেতর খুর, পাৎলুনের ভেতর ল্যাজ।—খিদে হয় ?

নন্দ। ছ'দিন থেকে একবারে হয় না।

নেপাল। ঘুম হয় ?

নন্দ। না।

নেপাল। মাথা ধরে ?

নন্দ। কাল্ সন্ধ্যে বেলায় ধরেছিল।

নেপাল। বাঁ দিক ?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

নেপাল। না ডান দিক ?

নন্দ। আজ্ঞা হ্যাঁ।

নেপাল। (ধমক দিয়া) ঠিক করে বল।

নন্দ। আজ্ঞে ঠিক মাঝখানে।

নেপাল। পেট কামড়ায় ?

নন্দ। সেদিন কামড়েছিল। নিধে কাবলী মটর ভাজা এনেছিল, তাই খেয়ে—

নেপাল। আবার বেশী কথা বলে। পেট কামড়ায় না মোচড় দেয় তাই বল।

নন্দ। (ভাবিয়া) তাইত—হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে।

নেপাল। আচ্ছা দাঁড়াও Lilienthal খানা দেখি। (নন্দ দাঁড়াইল) বস—Schusslerএর theory ভাল। (তুইখানি পুস্তক দেখিয়া) আচ্ছা, ঘুমালে তোমার কাণ নড়ে ?

নন্দ। আজ্ঞে তা ত কোন দিন দেখিনি।

নেপাল। (আর একখানি বই দেখিয়া) Knerr এর dealing of the subject সুন্দর। আচ্ছা কাছে এস (মাথার চুল টানিয়া) লাগছে ? (একটী চুল ছিঁড়িয়া লইলেন)

নন্দ। উ হু হু মাথা গেল যে ম'শায়—

নেপাল। চেঁচিও না বল্‌ছি। আমি ত মাত্র চুলের tension কি রকম তাই test করছি (আবার

পুস্তক পাঠ) Nash আর Kentএর কি exhaustive ব্যাখ্যা—আহা! কি সুন্দর! charming! wonderful! (বিভোর হইয়া রহিলেন)

নন্দ। আমার ওষুধ—

নেপাল। আবার বেশী কথা বলে। হ্যাঁ ঐ দেখ মহাত্মা হানিম্যানের ছবি টাঙ্গান রয়েছে। যাও ভক্তিভরে প্রণাম করে এস। (নন্দের ধীরে ধীরে তথাকরণ ও নেপালের পুস্তক পাঠ)

নন্দ। (কিছুক্ষণ ঔষধের জন্য দাঁড়াইয়া) ওষুধটা কখন পাব?

নেপাল। তুমি বড় বেশী বক ছোকরা। এটা দেখছি তোমার একটা main symptom (পুনরায় পুস্তক পাঠ)—হ্যাঁ হয়েছে। দেখ এখন একটা ওষুধ দিচ্ছি নিয়ে যাও। (বাক্স হইতে ওষুধ দিলেন) আগে শরীর থেকে এলোপ্যাথিক বিষ তাড়াতে হবে। আমার পাঁচ বছর বয়সে খুনে ব্যাটারা আমাকে দু' গ্রেণ কুইনাইন দিয়েছিল। এখনো সে

জন্যে বিকেলে আমার মাথা টিপ্ টিপ্ করে। সাত দিন পরে ফের এস, তখন আসল চিকিৎসা সুরু হবে।

নন্দ। ব্যারাম কি আন্দাজ করছেন ?

নেপাল। (রাগিয়া) তা জেনে তোমার চারটে হাত বেরুবে ? যদি বলি তোমার পেটে differential calculous হয়েছে—কিছু বুঝবে ? পাকা ছোকরা ! —দেখ, ভাত খাবে না, দু'বেলা রুটী ; মাছ, মাংস বারণ, শুধু মুগের ডালের যুস ;—স্নান বন্ধ, গরম জল একটু খেতে পার। পান তামাক খাবে না। তামাকের ধোঁয়া লাগলে ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায়।

নন্দ। আপনার—

নেপাল। ভাবছ আমার আলমারী শুদ্ধ ওষুধ নষ্ট হয়ে গেছে। সে ভয় নেই। আমার তামাকে সালফার থার্‌টি মেশান থাকে। হাঁ করে তাকিয়ে আছ কি ? ফি কত বলে দিতে হবে ? দেখছ না দেওয়ালে নোটীশ লটকান রয়েছে। বত্রিশ টাকা ফি, আর ওষুধের দাম চার আনা।

নন্দ। (টাকা দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতে করিতে) বাবা পয়সা দিয়ে ঝকমারী ! মাথার অসুখ না পেটের ব্যারাম। সব ঘুলিয়ে যাচ্ছে। আমার কি হল ! (কপালে করাঘাত)

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—নন্দর বাটীর বৈঠকখানার বারান্দা কাল—প্রভাত

(আলগিন হইতে চাদর লইয়া গায়ে দিয়া নন্দ বাহির হইতেছিল)

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু। ও নন্‌দা, কি বাওয়া সেজে গুজে বেরুচ্ছ নাকি? ব্যাপার কি? মুখখানি ভারী ভার ভার।

নন্দ। সবই ত জান ভাই।

নিধু। গ্যাঁটের পয়হা ত বাওয়া জলের মত খরচ করছ। সেই ন্যাপাল ডাক্তার বল্‌লে কি?

নন্দ। আর কি বল্‌লে।

নিধু। বুঝেছি বাওয়া, নন্‌দাকে ভাল মানুষ পেয়ে জেরায় বুঝি থ' করে দিয়েছে। পড়ত আমার পাল্লায় বাছাধন, তা হলে কত বড় হোমিওফাঁক একবার দেখিয়ে দিতাম। এক চুমুকে তার আলমারী শুদ্ধ ওষুধ যদি না সাবড়ে দিতে পারি তা হ'লে আমার

নাক কেটে দিও বাওয়া। তারপর এখন বেরুচ্ছ কোথায় ?

নন্দ। যাব আর কোথা ভাই। একবার তারিণী কোবরেজের কাছে যাচ্ছি। দেখি তিনি যদি কিছু করতে পারেন।

নিধু। সেই বোখরেজের কাছে। নন্‌দা আমার কথা শোন, অমন কম্ম বাওয়া করো না।

নন্দ। কেন ভাই এলোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি সব রকম ত দেখান হল, তা' একবার কবরেজ দেখাতে দোষ কি ?

নিধু। তোমার পয়হা তুমি ট্যাঁকে রাখলে রাখতে পার আর ইচ্ছা করলে বাওয়া ফেলেও দিতে পার। বলি কোবরেজ কি আর দেশে আছে ; বল্‌লাম ত বাওয়া এসব বোখরেজ—বোখরেজ।

নন্দ। তবে কি করব ভাই ?

নিধু। কাল অফিসে শুনছিলাম এই লোয়ার চিৎপুর রোডে ফরাক্কাবাদ হ'তে একজন সাচ্চা হকিম এসেছে। এর মধ্যেই খুব নাম ডাক। কত রাজা

মহারাজারা সব চিকিৎসা করাচ্ছে। তাঁকে একবার দেখাও না নন্‌দা। পয়হার মায়া ত বাওয়া ত্যাগ করেছ।

নন্দ। দেখি আগে একবার তারিণী কোবরেজকে দেখিয়ে আসি। তিনি যদি কিছু না করতে পারেন তারপর না হয় হকিম সাহেবকে দেখান যাবে। আমার বরাৎ বড় মন্দ ভাই।

নিধু। বেগরাও কেন বাওয়া, যাও না যে কাজে বেরিয়েছ।

নন্দ। কেউ বলে মাথা অস্ত্র করবে, আবার কেউ বলে পেটের অসুখ।

নিধু। সাধে বলে নানা মুণির নানা মত। যকের টাকা ওমনি করেই যায় বাওয়া।

নন্দ। দেখি যখন জলে নেমেছি তখন বরাতে যাই থাক, এর শেষ একটা দেখবই।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কবিরাজের বাটী কাল—দ্বিপ্রহর

(কবিরাজ মহাশয় তৈলাক্ত দেহে একখানি চেয়ারে বসিয়া ধূমপান করিতেছিলেন। সম্মুখে তক্তপোষ তাহার উপর তেলচিটে পাটি ও কয়েকটী ময়লা বালিশ। দূরে র‍্যাকের উপর কয়েকটি ঔষধের শিশি ; তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম পড়া যায় যথা—'বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ' 'গব্যজাব বটিকা' 'শূকরী ঘৃত' ইত্যাদি)

কবিরাজ। অঃ ক্যাবলা! মহিষাসুর ত্যালের কড়াইটা লামায়ে রাখ্।

(নন্দের প্রবেশ ও নমস্কার)

কবিরাজ। বাবুর কই থ্যেইকা আসা হচ্ছে ?

নন্দ। আজ্ঞে আমার নাম শ্রীনন্দদুলাল মিত্র, জোড়া সাঁকো থেকে আস্‌ছি।

কবি। রুগীর ব্যায়রামটা কি ?

নন্দ। আজ্ঞে আমিই রুগী।

কবি। কেমন ধারা ?

নন্দ। গত বিষ্যুৎবারে ট্রাম থেকে নাম্‌তে গিয়ে পড়ে যাই। বিশেষ কিছু লাগে নি। তবে সবাই বল্লে মাথাটা— তাই ডাক্তার তফাদারকে দেখালাম। তিনি বল্লেন অস্ত্র করতে হবে।

কবি। কি কইলা, মাথার খুলি ভাইঙ্গ্যা দিছে নাকি?

নন্দ। আজ্ঞে না, নেপাল বাবু বল্লেন 'পাথুরী' তাই আর মাথায় অস্ত্র করাইনি।

কবি। নেপাল? সেইটা আবার কে?

নন্দ। জানেন না, চোরবাগানের ডাক্তার নেপাল চন্দ্র রায় M. D. F. T. S. C. P. C. etc. মস্ত হোমিও প্যাথ।

কবি। অ—ন্যাপ্‌লা? তাই কও। সেইটা আবার ডাক্তার অইল কবে? বলি, পাড়ায় এমন বিচক্ষণ কোবরাজ থাকতে পোলাপানের কাছে যাও ক্যান?

নন্দ। আজ্ঞে বন্ধুবান্ধবেরা বল্লে ডাক্তারের মতটা আগে নেওয়া দরকার, যদি অস্ত্র চিকিৎসা করতে হয়।

কবি। যষ্ঠি বাবুরে চেন? খুল্‌ন্যার উকিল যষ্ঠি বাবু?

নন্দ। আজ্ঞে না।

কবি। তাঁর মামার অইছিল উরুস্তম্ভ। সিবিল সার্জ্জন পা কাট্‌ল। তিনদিন অচৈতন্নি। জ্ঞান অইলে পর কইলেন "আমার ঠ্যাং কই"—ডাক্ তারিণী স্যানেরে। দেলাম ঠুইক্যা এক দলা "চর্ব্বণ প্রকাশ" আর কিছু "বৃহৎ অট্টালিকা চূর্ণ"। তারপর কি অইল কও দিকি ?

নন্দ। আবার পা গজিয়েছে বুঝি ?

কবি। (নেপথ্যে চাহিয়া) অরে ! অ ক্যাবলা ! দেখ্ দেখ্ কুকুরে সবটা 'বিড়ালাদ্য ঘৃত' খাইয়া গেল (বলিতে বলিতে প্রস্থান ও হুকা হস্তে পুনঃপ্রবেশ)

কবি। দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈর্ব্যাধের্জ্ঞানং ত্রিধা মতম্
দর্শামূন্মূত্রজিহ্বাদেঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ,
প্রশ্নৈর্দূতাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্যতে।

অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন, এই তিন উপায়ে ব্যাধি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অর্থাৎ মূত্র জিহ্বাদির দর্শন, নাড়ী ও ত্বগাদির স্পর্শন এবং রোগীকে ও দূতাদিকে রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা, এই তিন প্রকার রোগ পরিজ্ঞানের উপায়। বুঝলা ? দ্যাও নাড়ীটা একবার

দেহি (প্রথমে ইষ্ট দেবতাকেপ্রণাম করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী দেখিলেন) হ,—যা ভাবছিলাম তাই। ভারি ব্যামো অইছিল কখনো ?

নন্দ। অনেকদিন আগে 'টাইফয়েড' হয়েছিল।

কবি। ঠিক ঠাওর করছি। পাঁচ বছর আগে ?

নন্দ। প্রায় সাড়ে সাত বছর হল।

কবি। একই কথা, পাঁচ দেইরা সাড়ে সাত। প্রাতঃকালে বোমি হয় ?

নন্দ। আজ্ঞে না।

কবি। হয়, জান্তে পার না। নিদ্রা হয় ?

নন্দ। ভাল হয় না।

কবি। অইবেই না ত', উর্দ্ধ্ অইছে কি না। দাঁত কন্ কন্ করে ?

নন্দ। আজ্ঞে না।

কবি। করে, জান্তে পার না। যা হোক তুমি ভয় কইর না বাবা, আরাম অইয়ে যাইবানে। আমি ওষুধ দিচ্ছি।

(কবিরাজ মহাশয় আলমারীর নিকট গিয়া একটী শিশি বাহির করিলেন)

কবি। (শিশির প্রতি) লাফাইস্‌নে, লাফাইস্‌নে, থাম্ থাম্। আমার সব জীয়ন্ত ওষুধ, ডাক্‌লে কথা কয়। এই বড়ি—আহা !—"গব্যজাব বটিকা" বুঝলা, সকাল সইন্দ্যা একটা কইরা খাইবা। (ঔষধদান) আবার তিন দিন পরে আইবা। বুঝলা ?

নন্দ। আজ্ঞে হ্যাঁ।

কবি। ছালি বুঝছ। অনুপান দিতে অইব না ? ট্যাবা লেমুর রস মধুর লগে মাইরা খাইবা। ভাত খাইও না। ওল সিদ্ধ, কচু সিদ্ধ, কচু পোড়া, কলা পোড়া এই সব খাইবা। লবণ ছুঁইবা না। মাগুর মাছের ঝোল একটু চিনি দিয়া রাইন্দ্যা খাইতে পার। গরম জল ঠাণ্ডা কইরা খাইবা।

নন্দ। ব্যারামটা কি ?

কবি। আধ্মানং গমনেঽশক্তির্দ্দৌর্ব্বল্যং দুর্ব্বলাগ্নিতা
শোথঃ সদনমঙ্গানং সঙ্গো বাতপুরীষয়োঃ
দাহস্তন্দ্রা চ সর্ব্বেষু জঠরেষু ভবন্তি হি।

অর্থাৎ যারে কয় উদরী ; উর্দ্ধু শ্লেষ্মাও কইতে পার। (নন্দ দর্শনী দিল, কবিরাজ তাহা ট্যাকে গুঁজিলেন)

কবি। সাইরে যাইবানে বাবা, কোন চিন্তা কইর না।

(নন্দের প্রস্থান)

কবি। আহা এই বড়ি,—চরকে কি লেখাই ল্যাখছে। এই বড়ি খাইয়া মৃত্যু অইলেও স্বর্গলাভ। নরকের ভয় থাকে না।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—লোয়ার চিৎপুর রোড কাল—অপরাহ্ন

(নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। না আর পারি না। এই শেষ বার। আর চিকিৎসায় কাজ নাই। এই ত লোয়ার চিৎপুর রোড। ঠিকানা ভুল করিনিত ! (ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ) ।

(মীর মুন্সীর প্রবেশ)

মুন্সী। আদাব বাবুসাব।

নন্দ। দেখুন, হকিম সাহেবের বাড়ী কোনটা বল্‌তে পারেন ?

মুন্সী। কোউন হকিম সাব ?

নন্দ। আজ্ঞে, এই ফরাক্কাবাদ থেকে যিনি এসেছেন।

মুন্সী। আরে ওহি বাৎ বোলেন। "হাজিক-উল-মুল্‌ক্ বিন্--লোক্--মান্--নুরুল্লা--গজন্-ফরুল্লা--অল-হকিম-উনানী" হামার মনিব। হামি তাঁর মীর মুন্সী আছি।

নন্দ। তা ভালই হয়েছে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আমি একবার হকিম সাহেবের চিকিৎসা করাতে চাই।

মুন্সী। বহুৎ আচ্ছা, কি বেমারী বোলেন, হামি হুজুরে এত্তেলা ভেজিয়ে দি।

নন্দ। বেমারী কি সেটা জানতেই ত আসা বাপু।

মুন্সী। তবভি কুছু ত বোলেন। না-তাকতি, বুখার, পিল্‌হি, চেচক, ঘেব, বাওয়াসিব, রাতঅন্ধি—

নন্দ। ও সব বুঝলুম না বাপু, আমার প্রাণটা ধড়ফড় করে।

মুন্সী। (সোল্লাসে) সো হি বোলেন—দিলতড়প্‌না। মোহর আনিয়েছেন ?

নন্দ। মোহর !

মুন্সী। হকিম সাহেব চাঁদি ছুঁতে নেই। নজরানা দো মোহর। আপকো পাস না রহে হামি দেবে। পঁয়তাল্লিশ রুপেয়া, আউর বাট্টা দো রূপেয়া, আউর রেশমী রুমাল দো রুপেয়া।

নন্দ। (চিন্তা করিয়া) বেশ চলুন। আপনার কাছেই মোহর নেব।

মুন্সী। দরবারে যাকে পহেলা হুজুরকে, "বন্দেগী জনাব" বোলবেন। তব রুমালকা উপর দোন মোহর রাখকে হুজুরকা সামনে ধোরবেন। সমজ লিয়া ?

নন্দ। দরবার আবার কি বাপু ?

মুন্সী। আইয়ে হামি সব বাতায়ে দেবে।

নন্দ। (দীর্ঘনিশ্বাস) চলুন—নিরুপায়।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—হকিম সাহেবের দরবার কাল—সন্ধ্যা

(সম্মুখে ধূপদান, পাশে পিকদান, পানদান, আতরদান ইত্যাদি। হকিম সাহেব মছলন্দের উপর আসীন। দূরে একজন সেতার বাজাইতেছিল)

(হকিম ও মুন্সি কথা বলিতেছিল)

মুন্সি। (নেপথ্যে চাহিয়া) আইয়ে বাবুজি, হকিম সাহেবকা দরবারমে আইয়ে। (নন্দের প্রবেশ) আপনার সব কথা হুজুরে পেশ করিয়েছি। (হাঁকিল) বাবু নন্দলাল মিত্র, জমিন্‌দার, বেমারী 'দিল তড়প্‌না,' নজর লিয়া হকিম সাহেব হুজুর বাহাদুর সে-লা-ম-ৎ।

(নন্দ সভয়ে অগ্রসর হইল)।

নন্দ। ব-ব-বন্দেগি জনাব (নজর দিল)।

হকিম। (গম্ভীর স্বরে) শির লাও।

নন্দ। ওরে বাবা (পিছাইয়া গেল)।

মুন্সী। ডর নেহি বাবুসাব, জনাবকে আপনার মাথা দেখ্‌লান্‌।

(মুন্সী নন্দকে নিকটে লইয়া গেল)

হকিম। (কিছুক্ষণ নন্দের মাথা টিপিয়া) হড্ডি পিল পিলায়ে গয়া।

মুন্সী। শুন্‌ছেন্‌? আপনার মাথার হাড় বিলকুল লরম হয়েছে !

নন্দ। (নিজের মাথা টিপিয়া) কৈ? বুঝতে ত পারছিনা।

হকিম। ঘাবরাও মৎ (নন্দ চমকাইল)

নন্দ। বাঁচব ত?

মুন্সী। হুজুর বোলেন।

নন্দ। হুজুর সাহেব, আমি বাঁচব ত?

হকিম। (গম্ভীর ভাবে) সুর্ম্মা সুরুখ্‌!

মুন্সী। (সুরমা লইয়া) চোখ দেখি? (চক্ষুতে দিল)

নন্দ। আঃ আমার চোখেত কিছু হয় নাই।

মুন্সী। আঁখ ঠাণ্ডা থাক্‌বে নিদ্‌ হোবে।

নন্দ। ও বাবা, কিছু যে দেখতে পাচ্ছিনা সাহেব। চির দিনের জন্য নিদ্‌ হবে না ত বাবা। দোহাই

হুজুর ! জনাব ! বন্দেগি ! আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

হকিম। ফুঁক্‌লাগাও (মুন্সী নন্দের চক্ষুতে ফুঁ দিল)।

নন্দ। বাবা ! (চাহিল)।

হকিম। রোগন বব্বর।

মুন্সী। (নেপথ্যে চাহিয়া) এ জি, বাল্‌বর অস্তুরা লাও।

(ক্ষুর লইয়া নাপিতের প্রবেশ ও নন্দের মাথা কামাইতে উদ্যত)

নন্দ। হাঁ-হাঁ আরে তুমি কর কি ? অস্ত্র করেগা ? ওরে বাবা ! আমার অসুখ নেহি ভাল হোক বাবা। (নাপিত ও মুন্সী জোর করিয়া ধরিল) মেরে ফেল্লে ! খুন কর্‌লে !—হাম্‌কে রক্ষে কর বাবা ! তোম্ লোকদের পায়ে পড়্‌তা বাবা ! (মাথার চাঁদি চারকোণ করিয়া কামাইয়া দিল এবং মুন্সী ঔষধ ঢালিল)।

মুন্সী। ঘাব্‌রান কেন বাবু সাব ? ইয়ে বব্বরী সিংহীকা ঘেউ আছে। বহুত কিম্মত। কুছ ডর নেই। মাথার হাড্ডি শকৎ হোবে।

নন্দ। (মাথা হাত দিয়া শুঁকিয়া) ওয়াক্! দরকার নেই বাবা আমার হাড্ডি শক্ত হওয়া। ছেড়ে দাও বাবা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। (অগ্রসর হইল)

মুন্সী। বাবুসাব হামার দস্তুরী ?

নাপিত। হামকা বকসিস্? এৎনা মেহনৎ কিয়া।

নন্দ। (রাগিয়া) এর ওপর আবার বকসিস্ ?

(দুই জনে রাস্তা অবরোধ করিল)

নন্দ। এই নাও বাবা! (দুইটি টাকা ফেলিয়া দিয়া বেগে প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গুপী উকিলের বাটী　　　　　　　　কাল—প্রভাত

(মিসেস বোস গাহিলেন)

ভোরের বাতাস বলে গেল কানে কানে,
কিসের কথা, কি সে ব্যথা কে তা' জানে।
ভাঙ্গা বুকে কেঁদে কেঁদে,
ছেঁড়া তারে সুরটী বেঁধে,
সকল ভুবন ভরে দিল গানে গানে।
গভীর রাতে বন মাঝে,
(আবার) এসেছিল সেইত সাঁঝে,
তার মন ব্যথা বুঝিনারে অনুমানে।
বেদনাতে তার প্রাণ
গেয়েছিল সেই গান,
সে সজল আঁখি চেয়েছিল মোর মুখপানে।

মিসেস। না কিছু ভাল লাগে না। এতখানি বেলা হল এখনও চা টা আন্‌লে না।

গুপী। (দুটী কাপ হস্তে) এই যে মনে করে দেখ দাসকে স্মরণ করতেই দাস হাজির—

মিসেস। আর ন্যাকাম করতে হবে না। (চা লইয়া) অশেষ ধন্যবাদ। (গুপীর দন্ত বিকাশ। উভয়ের চা পান)

মিসেস। নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না। আবার চায়ে চিনি বেশী দিয়েছ।

গুপী। সাধে কি বলি, মনে করে দেখ তা'ত তুমি শুন্‌বে না। তোমার ওই মিষ্টি হাতে চা করলে চাই কি চিনি না দিলেও চলতে পারে।

মিসেস। খুব হয়েছে। আচ্ছা এবার থেকে তাই হবে। ও সব থাক। আচ্ছা তোমাদের নন্দবাবু সম্বন্ধে কি ঠিক করলে বল ত?

গুপী। কি করব মনে করে দেখ ভেবে পাই নি।

মিসেস। দেখ, এই যে নন্দবাবুর অসুখ অসুখ করে ডাক্তার বদ্দির শ্রাদ্ধ করছ, এ অসুখ কি ওরা সারাতে পারে? এ রোগ সারান ও গুঁপো বদ্দির কর্ম্ম নয়।

গুপী। তার মানে?

মিসেস। সেই কথাই ত আজ ক'দিন ধরে' তোমাকে বলছি, তা তুমি ত কাণই করছ না।

গুপী। বাস্তবিক, মনে করে দেখ করা যায় কি বলত? বেচারা ত টাকা পয়সার মায়া ত্যাগ করেছে। মনে করে দেখ এমন কিপ্‌টে, এক পয়সার মা বাপ, জলের মত দু'হাতে নিজের চিকিৎসার জন্য খরচ করছে। দেখলে আমাদেরও কষ্ট হয়।

মিসেস। তা সে কষ্টের লাঘব তুমিই ত করতে পার; ওষুধ ত তোমার হাতে।

গুপী। কি রকম?

মিসেস। তোমরা বুঝবে কেমন করে? এ প্রেমের পীড়া। পানি পীড়ন না করলে এর শান্তি নাই।

গুপী। হুঁ—কথাটা মনে করে দেখ ঠিক বলেছ বটে। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ত একটী প্রেমময়ী প্রেমিকা চাই। এত মনে করে দেখ বিশ্বপ্রেমের কাজ নয়।

মিসেস। তাই ত বলছিলাম সেদিন, শান্তার সঙ্গে এক দিন নন্দবাবুর দেখা করিয়ে দাও।

গুপী। য়্যা! মনে করে দেখ বল কি! শান্তার সঙ্গে? কথাটা মনে করে দেখ এতদিন খুলে বলতে হয়। সে রাজী আছে?

মিসেস। জানত যে একজেদী মেয়ে। ছেলে বেলা থেকে ডাক্তারী পড়া সখ। তাই বলে কি চিরদিন আইবুড়ো থাকবে। যা হোক আমি তাকে রাজী করিয়েছি। চল তোমাকে সব খুলে বলছি।

(প্রস্থান)

(বঙ্কু ও নন্দের প্রবেশ)

নন্দ। গুপী বাবু কি বাড়ীতে নেই ?

বঙ্কু। মাইরী অন্দর মহল পর্য্যন্ত না দেখলে ত ঠিক করে বলা যায় না। এই যে চায়ের পেয়ালা পড়ে রয়েছে। গুপীদা বাড়ী আছ ?—কিম্বা হয়ত রান্না ঘরে রান্নার কসরৎ হচ্ছে। গুপীদা ? ও গুপীদা ?—দেখছ দাদা আঁচলের টান। আমি সাধে বলি বে-থা কর। দাঁড়াও মাইরী মক্কেলের গলায় ডাকি, চাঁদ সুর সুর করে বেরিয়ে আস্‌বে। (ভিন্ন গলায়) উকিল বাবু বাসায় আছেন ?

গুপী। (নেপথ্য হইতে) কে ? কে ?

বঙ্কু। (সেই গলায়) জরুরী কাজ।

গুপী। (নেপথ্য হইতে) যাচ্ছি যাচ্ছি (ব্যস্ততা সহকারে

প্রবেশ) এ কি ! এ যে মনে করে দেখ বঙ্কু আর নন্দবাবু। আমি ভাবলুম—

বঙ্কু। (হাসিয়া) মাইরী নইলে কি দাদার দর্শন পাওয়া যেত।

গুপী। আমার স্ত্রী একটু বাহিরে গেলেন। তাই তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে গিয়েছিলাম। তা মনে ক'রো না ভাই কিছু। আমি মনে করে দেখ নন্দ বাবুর কাছেই যাচ্ছিলাম। তা দেখা হল ভালই হল, মনে করে দেখ এখানেই কাজটা সেরে রাখি।

নন্দ। আর দাদা আমার কাছে কাজ। আমার অসুখ ত কিছুতেই সারল না।

গুপী। সে সব ত মনে করে দেখ শুনেছি। তবে এবার যে অসুখটা একেবারে সারবে এটা আমি হলপ করে বল্‌তে পারি।

বঙ্কু। হলপ করে ! মাইরী হাত গণে না কি ?

গুপী। না হাত গণে নয়। আমার মনে করে দেখ একজন পরিচিত ডাক্তার আছে। সে এ সব caseএ ভারী expert—

নন্দ। (হাত জোড় করিয়া) দোহাই দাদা রক্ষা কর, আর ডাক্তারে কাজ নাই, খুব হয়েছে।

বঙ্কু। নিমতলায় মাইরী হিমালয়ের কৈলাস পাহাড় থেকে একজন মস্ত বড় সাধু এসেছেন। শুনলাম নাকি তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতা। গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে মাইরী অসুখ সারিয়ে দেন। তাঁকে একবার—

নন্দ। বাঁচালে ভাই। আমিও ভাবছিলাম যদি ভাল একজন সাধু পাই তবে—

গুপী। Humbug বঙ্কুটা তোমাকে মনে করে দেখ পাগল না করে ছাড়বে না দেখছি। একবার ওর কথায় নেপাল ডাক্তারকে দেখিয়ে মনে করে দেখ তোমাকে কি নাকালই না হ'তে হয়েছিল।

বঙ্কু। মাইরী আমারই যত দোষ। তোমার সেই ন্যাজযুক্ত তফাদার ডাক্তারই বা দাদার কি হিত করলে? আমি এইমাত্র মাইরী শুনে এলাম অমন মহাপুরুষ মাইরী কখন এদেশে আসেন নাই।

গুপী। আমার মনে করে দেখ এবারকার যে ডাক্তার তাকে দেখলেই আমার নন্দ ভায়ার রোগ সেরে

যাবে, গায়ে আর মনে করে দেখ হাত বুলুতে হবে না।

বঙ্কু। মাইরী এবার এলোপ্যাথ না হোমিওপ্যাথ।

গুপী। (নন্দের বুক চাপড়াইয়া) মনে করে দেখ "মন প্যাথ" "প্রেম প্যাথ"ও বলতে পার।

নন্দ। সে কি দাদা?

গুপী। এখানে ভিজিটের বালাই নাই। ঘরের পয়সা ঘরেই থাকবে। তবে মনে করে দেখ যদি রোগ সারে তবে একটা মস্ত জিনিষ দিতে হবে।

বঙ্কু। মাইরী সেটা আকাশের চেয়ে মস্ত।

গুপী। হ্যাঁ।

নন্দ। তোমার হেঁয়ালিত দাদা বুঝতে পারলাম না।

গুপী। এখন মনে করে দেখ বুঝে কাজ নেই, পরে বুঝবে। এই আমি লিখে এনেছি। আজ বিকেলে মনে করে দেখ এই ঠিকানায় যেও। কোন দ্বিধা করো না। আমি মনে করে দেখ তোমার কথা বার্ত্তা সব বলে রেখেছি। তোমার রোগ এবার সারবে, সারবে, সারবে।

নন্দ। আমি দাদা নাচার। দাও (কাগজ গ্রহণ) কিন্তু এই সাধুর কাছে আমাকে যেতেই হবে। জয় বাবা সাধু (উদ্দেশে প্রণাম)

গুপী। বেশত তোমার যদি মনে করে দেখ এই সাধুর ওপর এত ভক্তিই হয়ে থাকে, তবে ফেরবার পথে সাধু সন্দর্শন করেই বাড়ী যাওনা।

নন্দ। তাই হবে।

বঙ্কু। তোমার সঙ্গে যে আমারও মাইরী যেতে ইচ্ছা হ'চ্ছে।

গুপী। না না বঙ্কু তোমার সঙ্গে মনে করে দেখ আমার একটু পরামর্শ আছে। ভারী জরুরী। (নন্দের প্রতি) মনে করে দেখ ভুল না ভায়া, যেয়ো।

নন্দ। কিন্তু এই শেষবার।

(গুপী ও বঙ্কু একদিকে, নন্দ ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিল)

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—নিমতলার ঘাটের একাংশ   কাল—প্রভাত উত্তীর্ণ

(সম্মুখে ধুনী জ্বলিতেছে। তৎপশ্চাতে ভস্মাচ্ছাদিত সাধু ও দুই জন চেলা। সাধুর জটার পুরোভাগে "ওঁ" লেখা ; পার্শ্বে কোশা-কুশি। গাঁজায় টান দিতেছিল)

সাধু। (সহসা নেপথ্যে চাহিয়া) দেখো একঠো আদ্‌মি ইধার আতা হ্যায়। বড়া আদ্‌মী মালুম হোতা।

১ম চেলা। জী, বহুৎ নগীচ ভি আ গিয়া।

সাধু। ধুনী আউর থোড়া জ্বালা দেও। আভি হাম ধেয়ান্‌মে বৈঠেঙ্গে। বাৎ চিৎ বহুৎ হুসিয়ারিসে কর্‌না।

২য় চেলা। আজ্ঞে কিছু করতে হবে না বাবা। ওর চেহারা দেখেই বুঝেছি, বেটার টাকা আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই। বাবার আশীর্ব্বাদে এক্ষেত্রেও খোট্টা চেলার চাইতে আমিই বেশী কাজ দেখাতে পারব।

সাধু। আচ্ছা তোম উধার যাকে চরণামৃত ঠিক রাখ্যো।

১ম চে। জী।

২য় চে। মাথা নাড়ে কেন ? মির্‌গী রোগ আছে না কি ?

(নন্দের সভয়ে প্রবেশ)

নন্দ। মরার হাড়টার নেই ত বাবা। কত সাধু-সন্ন্যাসী মরার ওপর বসেই থাকে। (দূর হইতে নিরীক্ষণ) না বাবা বাঁচলাম। দুর্গা-হরি-কালী-তারা ! (উদ্দেশে প্রণাম)।

২য় চে। আস্থন আস্থন বাবু, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই।

নন্দ। (মাথা নাড়িয়া) না ভয় নেই। (দূর হইতে জোড়-করে) দোহাই বাবা রক্ষে কর বাবা !

(নন্দ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করজোড়ে বসিল)

২য় চে। আপনি খুব ভাল সময়ে এসেছেন। বাবা প্রায় তিন ঘণ্টা হল ধ্যানে বসেছেন। দেখছেন না একেবারে সংজ্ঞাশূন্য। এইবার শেষ হয়ে এল বলে। এখন উনি যাকে যা বলবেন মিলে যাবে, ত্রিকালজ্ঞ কিনা। আপনি বাবার আরও কাছে গিয়ে বস্থন।

নন্দ। (গদ গদ স্বরে) বাবা!

২য় চে। বাবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনেছেন নিশ্চয়।

নন্দ। হ্যাঁ, বন্ধু বলছিল, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলে রোগ সেরে যায়।

২য় চে। বাবা সাক্ষাৎ কলিযুগের ধন্বন্তরি। কত বড় বড় ডাক্তার তাদের রুগীদের জন্য লুকিয়ে এসে বাবার কাছে থেকে অসুধ নিয়ে যায়, আর হাতে হাতে ফল পায়। অসুধ কি জানেন?—এই ছাই। কিন্তু এতেই আশ্চর্য্য উপকার হয়!

নন্দ। দেখি আমার বরাতে কি আছে। (গদগদস্বরে) বাবা! দেখো বাবা!

২য় চে। হিমালয়ে একশ' আট বছর ধরে তপস্যাই করেছেন। আর সে কি কঠোর তপস্যা। রৌদ্রে, বৃষ্টিতে, হিমে, তুষারে, উফ্! সে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না।

নন্দ। বলেন কি? তবে এখন বাবার বয়েস কত হল?

২য় চে। বোধ হয় হাজার বছরের ওপর হবে। কিন্তু

দেখ্‌তে চল্লিশ পঞ্চাশের বেশী বলে মনে হয় না। দেব-দেহের এম্‌নি মাহাত্ম্য।

সাধু। (সজোরে) ব্যোম্‌।

নন্দ। (সভয়ে) ওরে বাবা !

২য় চে। কোন ভয় নাই। এইবার ধ্যান শেষ হয়ে আস্‌ছে। যোগবলে ওঁরা স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল, ভ্রমণ করে বেড়ান। এখন বৈকুণ্ঠ থেকে আস্তে আস্তে মর্ত্তলোকে নেমে আসছেন। আর কি নিষ্ঠা, শুধু দুদণ্ড কাছে বসলেই ব্যাধিমুক্ত হওয়া যায়।

নন্দ। হ্যাঁ তা বটে (মাথা নাড়িয়া) আমি অনেকটা ভাল বোধ করছি।

২য় চে। (সোৎসাহে) দেখলেন হাতে হাতে ফল। আমরা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি।

সাধু। (সজোরে) হর হর হর।

নন্দ। কামড়ে দেবে না ত ?

২য় চে। পাগল আর কি। বাবার সমাধি-ভঙ্গের সময় অগ্নি হয়।

সাধু। আমার সামনে কে ? মহাভাগ্যবান পুরুষ ?

২য় চে। (সোৎসাহে) দেখেছেন দেখেছেন, অন্তর্দৃষ্টিতে আপনাকে দেখতে পেয়েছেন।

সাধু। কিন্তু কুলকুণ্ডলিনী বিমুখ। বৃহস্পতি কেন্দ্রাধিপতি হয়ে দ্বিতীয় স্থানে গত হয়েছেন। তা'র ওপর একি! চন্দ্রের ওপর শনির দৃষ্টি, মস্তিষ্করোগে মরণযোগ। কিন্তু ভয় নাই, ভয় নাই—অষ্টমাধিপতি বলবান, অচিরে ব্যাধিমুক্তি।

নন্দ। দোহাই বাবা রক্ষে করুন—

২য় চে। বাবার কথা শেষ হতে দিন। কথা বলবেন না, শুনুন।

সাধু। লগ্নাধিপতির সঙ্গে সপ্তমাধিপতির সম্বন্ধ, কেন্দ্রাধিপতির সঙ্গে কোণাধিপতির মিলন—রাজযোগ, অসীম সম্পদ, পরমা সুন্দরী পত্নী—

নন্দ। আমি যে বিপত্নীক বাবা—

২য় চে। চুপ চুপ! বাবা সে সব জানেন।

সাধু। অদ্য হ'তে ত্রিরাত্র মধ্যে মহাভাগ্যের সূচনা। কিন্তু গ্রহের কোপদৃষ্টি হতে মুক্তি চাই।

নন্দ। কি করলে মুক্তি হবে?

সাধু। বিভূতি লেপন—কবচ ধারণ—পুরশ্চরণ।

নন্দ। বাবা ?

২য় চে। চুপ।

সাধু। (সজোরে) ব্যোম-ব্যোম-বব্যোম-বব্যোম-হর-হর-হর-ব্যোম-ব্যোম-বব্যোম-বব্যোম-হর-হর-হর-কালী-করালী-কালী-করালী-হর-হর-হর—

(মূর্চ্ছার ভাণ)

২য় চে। (নেপথ্যে চাহিয়া) চরণামৃত, চেলা মহারাজ চরণামৃত। (১ম চেলার পাত্র হস্তে প্রবেশ) উভয়ে সাধুকে উঠাইয়া বসাইয়া তাহা পান করাইল। সাধু স্থির দৃষ্টিতে নন্দের পানে চাহিয়া রহিল)

২য় চে। এইবার আপনি প্রসাদ পান, সব ব্যাধি মুক্ত হবেন।

নন্দ। (পাত্র মুখের কাছে লইয়া) য়্যাঃ কি গন্ধ !

২য় চে। বাবার প্রসাদ চরণামৃত, মুখ ব্যাঁকাবেন না। তা' হ'লে চিরদিনের জন্য মুখ ওম্‌নি ব্যাঁকা হয়ে যাবে।

নন্দ। ওরে বাবা (মাথায় ঠেকাইয়া কষ্টে পান করিল)

১ম চে। ইত বিল্‌কুল্‌ দাওয়াই বাবু সাব্‌। (নন্দের শরীরে চরণামৃতের প্রতিক্রিয়া হইতে আরম্ভ করিল)

২য় চে। এইবার বাবার সামনে এখানে বসুন (নন্দকে বসাইল) আপনার সঙ্গে চামড়ার কোন জিনিষ নেই ত।

নন্দ। হ্যাঁ, মোনিব্যাগ আছে।

২য় চে। ওটা দিন আমি রেখেদি।

১ম চে। হামকো দিজিয়ে বাবু সাব্‌

(২য় চেলা নন্দের নিকট হইতে উহা লইয়া ১ম চেলাকে আধা আধি দিবার ইঙ্গিত করিয়া ক্ষান্ত করিল)

নন্দ। বাবা আমি বাঁচব ত ?

সাধু। দেবীর ইচ্ছা। গাত্রাবরণ উন্মোচন কর।

(সাধু চক্ষু মুদ্রিত করিল)

নন্দ। (স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায়) অ্যাঁ—

২য় চে। জামাটা খুলে ফেলুন।

(নন্দ নিজে খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ২য় চেলা খুলিয়া ১ম চেলাকে দিল। সে পকেটে হাত দিয়া যাহা পাইল লইল)

সাধু। দেবী প্রসন্ন হয়েছেন আর কোন চিন্তা নাই। কাছে এস।

নন্দ। অ্যাঁ—

(২য় চেলা নন্দকে সাধুর আরও নিকটে লইয়া গেল। সাধু চেলা সহ নন্দের সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখাইয়া দিল)

নন্দ। (জড়িত স্বরে) আমার মাথার পেট আর পেটের মাথা !

২য় চে। (নন্দকে ঝাঁকাইয়া) এখন শরীর কেমন ?

নন্দ। অ্যাঁ অনেক ভাল।

সাধু। (মনে মনে মন্ত্র পাঠ ও বারি প্রক্ষেপ) ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ আপদ শান্তি—ওঁ বিপদ শান্তি—ওঁ রোগ শান্তি—ওঁ মস্তিষ্ক শান্তি—ওঁ জঠর শান্তি—ওঁ শান্তিরেব শান্তি—নিরোগ ভব।

২য় চে। কেমন শান্তি পেলেন ?

নন্দ। (জড়িত স্বর) খু-উ-ব।

সাধু। এইবার কবচ ধারণ। কাল ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে পুরশ্চরণ হবে।

নন্দ। (জড়িত স্বরে) হ্যাঁ

সাধু। কবচ লেয়াও (১ম চেলার প্রস্থান)

২য় চে। আর কোন চিন্তা নেই বাবু। এখন আপনি বিশ্ব জয় করতে পারবেন।

(১ম চেলা একটী প্রকাণ্ড মাতুলী লইয়া আসিল এবং সাধু নন্দের গলায় মনে মনে মন্ত্র পাঠ করিয়া পরাইয়া দিল)

সাধু। সুখী হও।

২য় চে। মাতুলীর ভেতর কবচ আছে। সাবধানে রাখবেন।

নন্দ। (মাতুলীতে হাত বুলাইয়া) মাতুলী!—না বাবা এটা বাবাতুলি!

২য় চে। কাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আসবেন, পুরশ্চরণ হবে।

নন্দ। আজ তবে আসি (উঠিতে চেষ্টা করিয়া পড়িয়া গেল) ওরে বাবা! এ বাবাতুলি নিয়ে বাড়ী যাব কি করে?

সাধু। এই একঠো গাড়ী বোলাও (১ম চেলার প্রস্থান) কোন চিন্তা নেই। তিন দিনের মধ্যে অসীম সম্পদের অধিকারী হবে।

২য় চে। চলুন আপনাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি (নন্দকে ধরিয়া দাঁড় করাইল) দেবজ্যোতিতে দেহ দুর্ব্বল হ'য়েছে। কিন্তু কি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে। (নন্দকে ধরিয়া লইয়া চলিল)

নন্দ। বেঁচে থাক আমার বাবাদুলি! (নিজ বক্ষ আলিঙ্গন)

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—অন্তঃপুরস্থ কক্ষ কাল—দ্বিপ্রহর

(ব্যস্ততাসহকারে রঘুর প্রবেশ)

রঘু। মা লো—ওমা কোউঠিকি যাউচ ?

(পিসিমার প্রবেশ)

পিসিমা। কিরে রঘু দৌড়ে এলি কি হয়েছে ?

রঘু। হে জগন্নাথ মহাপ্রভু ! তুম্ভ মনে এই থিলা ! মো বাবুটী—

পিসিমা। কি হল তোর বাবুর ?

রঘু। একবারে সাধু হেই গলা ?

পিসিমা। সে কিরে সাধু হল কি ?

রঘু। হেলা মোর মুণ্ড আর গণ্ডি। মোর বাবু ভস্ম মাখিছি, মুণ্ড চুড় অড়ুয়া হেইছি, আঁখি দিইটা লাল, আউ বেকেড়ে কণ গোটায়ে বাঁধিচি।

পিসিমা। ওরে আমি যা ভয় করেছি তাই হয়েছে। কোথা রে তোর বাবু।

(গলায় দোদুল্যমান সুবৃহৎ মাদুলী ও ভস্মাচ্ছাদিত অঙ্গে নন্দের প্রবেশ)

পিসিমা। (ক্রন্দনের সুর করিয়া) ওরে বাছারে !—তোর কি হল রে !—তোকে এ বেশে আমাকে দেখতে হল রে !—ওরে মহেন্দর রে ! তুই কি আমাকে এই দেখতে তোর ছেলেকে আমার হাতে সোঁপে দিয়েছিলি ভাই !—

নন্দ। পিসিমা শোন—

পিসী। আর কি শুনব রে। তুই যে এম্নি করে সংসার ছেড়ে সন্নাসী হয়ে যাবি, এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারি নাই বাবা !

রঘু। এমিতি কাম কাঁইকি করিবাকু গলু বাপ।

নন্দ। তুই থাম বেটা। গোল বাধাবার গুরু গোঁসাই।

পিসী। ওরে তুই ভাল ভাল বদ্দি দেখা, তোর অসুখ ভাল হবে।

নন্দ। এই নিমতলায়—

পিসী। ষাট, ষাট, নিমতলার নাম করতে নাই।

নন্দ। বন্ধু বল্লে একজন খুব বড় সাধু এসেছে—

পিসী। তাঁর কাছে কি দীক্ষা টিক্ষা নেওয়া হয়ে গিয়েছে ?

নন্দ। আর দীক্ষা !

পিসী। তবে কি তার চেলা হ'য়েছিস্ ?

নন্দ। তার চেলাদের পুলিশে দেব।

পিসী। ও কথা কি বলতে আছে বাবা। ওঁদের কত চেলা। তাতে কাজ নেই বাবা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আয়।

নন্দ। ঘরে ত ফিরে এসেছি পিসীমা। কিন্তু সেই জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড—

পিসী। ক্ষ্যামা দে বাবা ! অন্তর্য্যামী তাঁরা, জান্তে পারলে শাপ শাপান্ত করবেন।

নন্দ। তা করুক আমি ভয় করি না।

পিসী। কিন্তু এবেশ কেন নিলি বাবা ! আমার যে কতদিনের ইচ্ছা একটি সোণার পিতিমে ঘরে এনে বসাই।

নন্দ। সাধকরে এ বেশ নিই নাই পিসীমা। বন্ধুটাই ত বল্লে,—কে জানে বেটারা বদমায়েস। আমাকে জোর করে কি একটা খাইয়ে দিলে, তাতে এমন ঘোর এলে যে কি বলব।

পিসী। আমার পোড়া কপাল।

নন্দ। বাড়ী এসে তবে আমার ভাল হল। বেটারা ছাই মাখিয়ে ভূত সাজিয়ে দিয়েছে।

রঘু। কি! মোর বাবুকু জোর করি সাধু সজাই দেল। মারি কিরি তার হাড় গোড় ভাঙ্গি দেবি।

নন্দ। থাম বেটা। আর হাড় গোড় ভাঙ্গতে হবে না! নে এখন আমাকে সাবান আর তেল দিবি চল।

পিসী। হ্যাঁ বাবা শীগ্‌গীর চান করে আয়, তোকে এ বেশে দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।



অষ্টম দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাটী　　　　　　　　　　কাল—অপরাহ্ন

(মিসেস বোসের প্রবেশ)

মিসেস। (নেপথ্যে চাহিয়া) তোর যে আর সাজ গোজই শেষ হয় না।

(শান্তার প্রবেশ)

শান্তা। কই সাজগোজ আবার কি করেছি। তোমার যেমন কথা!

মিসেস্। বুঝতে কি আর বাকী আছে। আমাদেরও এই রকম একদিন ছিল। দেখবো কেমন তোর বিছে, এ patientএর কেমন চিকিৎসা করিস্ দেখবো। এবার তোর ডাক্তারী পড়া সার্থক হবে।

শান্তা। এ রকম কোন patient আজ পর্য্যন্ত ত পাইনি, তুমি বরঞ্চ এ সব বিষয়ে পাকা।

মিসেস্। দুদিন পরে তুইও পাকবি। তখন কি আমাদের আর তোর বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিবি!

শান্তা। হ্যাঁ তাই বুঝি করে। তোমরা আমার গলায় দড়ি দিচ্ছ তা কি আমি আর বুঝতে পারছি না। তোমার যেমন একটী হনুমান জুটেছে, এটি বোধ হয় হবেন একটী জাম্বুবান।

(গুপীর প্রবেশ)

গুপী। মনে করে দেখ তার কাছাকাছি বটে।

মিসেস। এই যে নাম করতে না করতেই হাজির। কৈ তোমার নন্দ বাবু কোথায় ?

গুপী। মনে করে দেখ এই এল বলে। (শান্তাকে দেখিয়া) মনপ্যাথ মনে করে দেখ, এত সোজা কথা নয়। আসবে না !

শান্তা। দিদিকে তাই বলছিলাম আপনার সঙ্গে মিল্‌বে ভাল।

গুপী। মনে করে দেখ এই হনুমান আর জাম্বুবান না হলে যে রামায়ণই লেখা হত না। আর সীতা ঠাকুরুণকে মনে করে দেখ চিরদিনই সেই লঙ্কার অশোক বনে চেড়ীদের হাতে বেত খেতে হ'ত। তোমরা মনে করে দেখ রামায়ণের case notes ত পড়নি ?

মিসেস। সেগুলি বুঝি মহাশয়ের লাঙ্গুলে জড়ান আছে। দেখ, ও সব ঠাট্টা রাখ, এখন গম্ভীর হয়ে কাজটা যাতে হয় তাই কর।

গুপী। গম্ভীর হব? আচ্ছা এই নাও। (গম্ভীর হইল)

শান্তা। দেখুন মিষ্টার বোস, এত গম্ভীর হওয়া মোটেই ভাল নয়। হঠাৎ দম বন্ধ হয়ে গেলে তখন Cæsarean section করতে হবে।

গুপী। (হাসিয়া) আচ্ছা তোমার adviceই নেওয়া গেল। (মিসেস বোসের প্রতি) আমার কিন্তু দোষ নাই।

মিসেস। তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। কাজের সময়—

গুপী। হাঁ মনে করে দেখ এই লঙ্কা কাণ্ডের পর থেকে কাণ্ডজ্ঞানটা একেবারে লোপ পেয়েছে।

মিসেস। না তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না।

গুপী। তা কি আর করব।—তাইত মনে করে দেখ শান্তার patient এখনও এসে হাজির হল না। পথ ভুলে গেল নাকি?

মিসেস। দেখিস্ তুই যেন হেসে ফেলিস না। একটু কথাবার্ত্তার পর আবার কালই আসতে বলবি।

গুপী। আর তার সঙ্গে মনে করে দেখ ওই চটুল চোখের চোখা চাহনি খানকতক ছুড়লেই কার্য্য সিদ্ধি। বাস্তবিক তোমাদের চোখে hypnotic attraction আছে।

মিসেস। নিশ্চয়ই। পুরুষ মানুষেদের মুরদ খুব বোঝা গিয়েছে। তাইত বলছিলাম নন্দ বাবুকে একবার নিয়ে আসতে। চোখচোখি হলে হয়।

গুপী। ওই যে নন্দ আসছে। চল মনে করে দেখ এখন আমরা একটু আড়ালে যাই। (সকলের প্রস্থান)

(নন্দের প্রবেশ ও চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ)

নন্দ। এই বাড়ীইত বটে, ঠিকানা মিলিয়ে নিয়েছি। বেয়ারাটী আমায় দেখে অমন করলে কেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ডাক্তার বাবু বাড়ী আছেন—সে মুচ্‌কি হেসে বললে এই ঘরে বসুন। আমার নামটাও জিজ্ঞেস্ করলে না। গুপীদা বোধ হয় আমার কথা ডাক্তার বাবুকে সব খুলে বলেছেন।

(গম্ভীরভাবে শান্তার প্রবেশ)

নন্দ। ও বাবা! এ আবার কে? লেডি ডাক্তার না কি? কি করি—পালাব নাকি? যাই হো'ক ওঁরই পরামর্শ নেব।

শান্তা। আমি আপনার কি করতে পারি?

নন্দ। বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

শান্তা। Pain আরম্ভ হয়েছে?

নন্দ। পেন ত কিছু টের পাচ্ছিনা।

শান্তা। Prima para?

নন্দ। হ্যাঁ।

শান্তা। First Confinement?

নন্দ। আজ্ঞে?

শান্তা। প্রথম পোয়াতী?

নন্দ। (সলজ্জভাবে) আজ্ঞে আমি নিজের চিকিৎসার জন্য এসেছি।

শান্তা। আপনার চিকিৎসা? ব্যাপার কি সব বসে বলুন ত।

(উভয়ে বসিল)

নন্দ। দুঃখের কথা আর কি বলব। এই বিষ্যুৎবারে ট্রাম থেকে নাম্‌তে গিয়ে পড়ে যাই। আমার কোথাও কিছু লাগে নি। কিন্তু বন্ধুবান্ধবরা সবাই বল্‌লে ডাক্তার দেখাতে, তাই প্রথমে ডাক্তার তফাদারের কাছে যাই।

শান্তা। তিনি কি বললেন ?

নন্দ। তিনি বললেন যে আমার মাথার ভেতর টিউমার না কি হয়েছে, অস্ত্র করতে হবে। তারপর এত বড় একটা নল বার করে বললেন গা ফুঁড়তে হবে।

শান্তা। ও ! injection দেব বলেছিলেন বুঝি ?

নন্দ। হ্যাঁ। সেই ভয়ে আর তার কাছে যাই নাই। তারপর চোরবাগানের নেপাল বাবু হোমিওপ্যাথকে দেখাই। তিনি বললেন আমার পেটের ভেতর "কোলাকুলি" না কি হয়েছে। আর যে ধমক দিলেন—বাবা !

শান্তা। তারপর ?

নন্দ। তারপর আর কি করব প্রাণের দায়ে তারিণী কোবরেজকে দেখালাম।

শান্তা। তিনি কি বললেন ?

নন্দ। তিনি বললেন আমার পেটের ভেতর উর্দ্ধ্বশ্লেষ্মা হয়েছে। কিন্তু তাতে আমার মন মান্‌ল না। আমার বরাত বড় মন্দ। (কপালে করাঘাত)

শান্তা। তা'ত বুঝতেই পারছি। তারপর কি করলেন ?

নন্দ। কি আর করব। ফরাক্কাবাদ থেকে একজন হকিম সাহেব এসেছেন তাঁকেও দেখালাম। তিনি বল্‌লেন আমার মাথার হাড় সব চুরমার হয়ে গিয়েছে।

শান্তা। বলেন কি ?

নন্দ। এই দেখুন মাথা কামিয়ে কি একটা ওষুধ দিয়ে দিয়েছিল।

শান্তা। তারপর ?

নন্দ। সে কথা আর আপনাকে কি বলব,—নিমতলায় ক'বেটা ভণ্ড সাধুর হাতে পড়ে নাকালের একশেষ !

শান্তা। এর জন্য আমার কাছে এসেছেন কেন ?

নন্দ। তা কি জানি। গুপীবাবু বল্লেন এই ঠিকানায় এলেই অসুখ সারবে।

শান্তা। হ্যাঁ, গুপীবাবু বলছিলেন বটে সেদিন আপনার কথা। দেখুন আপনি আর বিয়ে করেন নি কেন ?

নন্দ। কেন করিনি তা' কি করে বল্‌ব।

শান্তা। বিয়ে করলে এ রোগ আপনার হতই কি না সন্দেহ। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তা' serious —ডাক্তাররা যা বলেছেন তা ঠিক। আপনার রোগটা মাথা আর পেট থেকে আরম্ভ হয়েছিল ; কিন্তু এখন দুয়ের মাঝামাঝি স্থানটা অধিকার করে বসেছে। স্থানটা বড় খারাপ।

নন্দ। সর্ব্বনাশ !

শান্তা। (উঠিয়া) দেখুন, আজ আমি ভারী ব্যস্ত আছি। কাল আর একবার আসবেন, আপনার সম্বন্ধে কি করা যায় স্থির করা যাবে।

নন্দ। আজ্ঞে কালই আবার আসব। আপনার কাছে যখনই আসতে বলবেন তখনই আসব। (প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া) কাল কখন আসতে হবে ?

শান্তা। এই সময় আসবেন।

(নন্দ পুনরায় ফিরিয়া চাহিয়া প্রস্থান করিল

শান্তা। আহা বেচারী কি সরল, কিন্তু কি দুঃখী।

(গুপী ও মিসেস বোসের প্রবেশ)

গুপী। মনে করে দেখ ওষুধ ধরেছে।

মিসেস। যাবে কোথা। তুইও যে গম্ভীর হয়ে পড়্‌লি ?

শান্তা। তোমার যেমন কথা।

নবম দৃশ্য

স্থান—বারান্দা কাল—প্রভাত

(কোঁচার এক অংশ গায়ে দিয়া নন্দের প্রবেশ। পশ্চাতে তোয়ালে স্কন্ধে রঘু ভৃত্যের প্রবেশ)

নন্দ। (হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে দিতে) নাঃ রাত্রে ভাল ঘুম হ'ল না। সারারাত্রি কি ভাবছিলাম কে জানে।—এ স্বপ্নটা বেশ, সে রাত্রির মত নয়।—এমন স্বপ্ন রোজ দেখিনা কেন ?

রঘু। বাবু মুহ্ ধোইব নাহি ?

নন্দ। আঃ ! থাম বেটা।

রঘু। এজ্ঞে।

নন্দ। আর বিয়ে করিনি কেন ?—না, কাজটা ভাল হয়নি। অসুখটা এখন মাথার আর পেটের মাঝামাঝি এসে দাঁড়িয়েছে বল্লেন। (মাথা ও পেটের মাঝামাঝি স্থান মাপিয়া, বুকে হাত দিয়া) অসুখটা এখন এইখানে। হ্যাঁ ঠিক বলেছেন।

রঘু। এত্তে বেড়া হলা মুহ যদি ন ধোইব তেবে মু যাউচি।

নন্দ। যা দূর হ বেটা (রঘুর প্রস্থান)

নন্দ। আজকে আবার যেতে বলেছেন। হ্যাঁ, যেতে হবে। গুপীদা বলছিলেন তাঁকে দেখলেই আমার অসুখ সেরে যাবে। হ্যাঁ আমার অসুখ অনেকটা সেরেছে কিন্তু মনটা এখন এমন করছে কেন ?

(নেপথ্যে)

বঙ্কু। মাইরী দাদা বাড়ীতে আছ ?

নন্দ। কে বঙ্কু যে, এস ভায়া ! আজ যে এত সকালে ?

(বঙ্কুর প্রবেশ)

বঙ্কু। মাইরী সকাল কোথা। প্রায় যে এগারটা বাজছে আর তুমি মাইরী একি ! মুখও ধোওনি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ ?

নন্দ। আর ভাই, মনটা ভাল নেই। কাল সারা রাত্রি ঘুম হয় নি।

বঙ্কু। মাইরী বটে বটে ! শরীর থেকে অসুখটা মনে চলে গেল কবে আবার ? আর রাত্রে মাইরী ঘুমই বা হয় না কেন ?

নন্দ। আর ভাই এই ট্রাম থেকে পড়ে গিয়েই আমার যত বিপদ।

বঙ্কু। মাইরী এবার প্রেমে পড়, হাত পা ভেঙ্গে জর জর হোক, বাস্ তা হলেই সব আপদ দূর হয়ে যাবে। মাইরী যাঁহাঁ মুস্কিল তাঁহাঁ আসান, শাস্ত্রেই আছে।

নন্দ। তাইত।

বঙ্কু। মাইরি মনোপ্যাথ ডাক্তার কি বল্‌লে? তাঁকে দেখেই মাইরি অসুখ সার্‌ল নাকি?

নন্দ। না ভাই, তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা করোনা।

বঙ্কু। পীরিৎ যে বেজায় মাইরি। ভাল ভাল, তা হ'লে ধরা পড়েছ? মাইরী চল চল চান টান করবে। তোমার অবস্থা মাইরী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না।

(নন্দের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া বঙ্কু প্রস্থান করিল)

দশম দৃশ্য

স্থান—রাজপথ   কাল—বৈকাল

(নিধুর প্রবেশ)

নিধু। বাওয়া গুপীদার কি বুদ্ধি! হাজার হলেও উকিলি মাথা, নইলে ঐ রকম পয়হা করতে পারে। এবার কিস্তি কিন্তু বাওয়া রাণীর। মাৎ না হয়ে যায় না। বঙ্কুটা এখন এল না কেন। বেলা ত পড়ে এল। বাওয়া কবি সাধে বলে গিয়েছেন (সুর করিয়া) "প্রেমে নর আপনি হারায়, প্রেমে পর আপন হয়—"

(বঙ্কুর প্রবেশ)

বঙ্কু। তুমি যে মাইরী গোরাচাঁদের মত পথে পথে প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছ? ব্যাপার কি?

নিধু। ব্যাপার আমার চেয়ে তো বাওয়া তুমিই ভাল জান। নন্‌দাকে নিয়ে তুমি আর গুপীদা বাওয়া কি নাচানই না নাচাচ্ছ।

বঙ্কু। ভূত ছাড়াতে হ'লে মাইরী নাচন কোঁদন সবই

কর্ত্তে হয়। দাদার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা, জানতো মাইরী।

নিধু। বলিহারী তোমাদের বুদ্ধি বাওয়া। গজ গেল, দাবা গেল, রাজা যায় যায়—খুব চাল চেলেছ বাওয়া।

বঙ্কু। সকালে গিয়েছিলুম দাদার কাছে। মাইরী অবস্থা খুব সঙ্গীন। বুক ধড় ফড়, রাতে ঘুম নাই, উদাস উদাস ভাব, সব লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে!

নিধু। বল কি বাওয়া এর মধ্যেই এতদূর?

বঙ্কু। মনোপ্যাথ ডাক্তারের কাছে মাইরি খুব ঘন ঘন যাওয়া হচ্ছে।

নিধু। বাহবা বাওয়া!—গুপীদা এল না?

বঙ্কু। সে আগেই গিয়েছে। প্রজাপতির বাহন, মাইরী সে এখানে থাক্‌লে চলে।

নিধু। চল চল বাওয়া যাওয়া যাক, আর দেরী করা ঠিক নয়।

(প্রস্থান)

একাদশ দৃশ্য

স্থান—শান্তার বাটী কাল—সন্ধ্যা

(শান্তা ও নন্দ বসিয়া কথা বলিতেছিল)

শান্তা। আজ কি রকম আছেন ?

নন্দ। অনেকটা ভাল। তবে—

শান্তা। তবে কি ?

নন্দ। ভাবছি রোগটা কেমন করে সারবে। আপনি কাল যা বলেছিলেন রোগটা এখন (বুকে হাত দিয়া) এই খানেই বটে—

(গুপীর প্রবেশ)

গুপী। মনে করে দেখ তা হলে এত দিনে বুঝতে পেরেছ।

(উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল)

নন্দ। (লজ্জিত হইয়া) না তা নয়।

গুপী। তোমার মনে করে দেখ এটা হচ্ছে hearts' disease, একটী sweetheart না হ'লে কি মনে করে দেখ এ রোগ আর কেউ সারাতে পারে !

তাই মনে করে দেখ এই ব্যবস্থা করেছি। এখন তোমার মনপ্যাথ ডাক্তারকে মনে ধর্‌বে ত ?

নন্দ। তা-তা তোমরা সবাই যখন বল্‌ছ তখন মনে ধর্‌বে না কেন ?

গুপী। মনে করে দেখ এই ডাক্তারের কাছে কিন্তু চির-কাল থাকতে হবে। রাজি ?

নন্দ। রাজি না হয়ে কি করি। রোগ ত সারাতেই হবে।

গুপী। তুমি এই patientএর ভার নিতে প্রস্তুত ?

শান্তা। অপ্রস্তুত আমি কিছুতেই নই মিষ্টার বোস, তবে উপযুক্ত ফি' চাই !

গুপী। আচ্ছা তার জন্য মনে কর দেখ আমি জামিন থাকলাম। দেখি ভাই হাতখানা।

(মিসেস বোসের প্রবেশ)

মিসেস। আমি অপরিচিতা বলে কিছু মনে করবেন না নন্দ বাবু। এটী আমার ভগিনী, বর্ত্তমানে আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী।

গুপী। (উভয়ের হাত ধরিয়া) এবং আমার শালিকা অতি রসিকা (উভয়ের হাতে হাতে মিলাইয়া) এই

বাঁধন তোমার ওষুধ।—(সম্মুখে আসিয়া) কি ভাই চোখ বুজলে যে ?

নন্দ। ওষুধের action আরম্ভ হয়েছে।

গুপী। এর মধ্যেই !

মিসেস। তুইও চোখ বোজ্‌না।

শান্তা। আমার ত আর অসুখ করেনি।

নিধু। নন্‌দার দেখছি আর তর সইল না। আমরা আসতে না আসতেই বাওয়া মধু মিলন। (সুর করিয়া) "আহা কিবা মানিয়েছে রে, আহা কিবা মানিয়েছে ;—যেন্ মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, কৃষ্ণের পাশে বলরাম—"

বঙ্কু। তুমি যে মাইরী গান ধরে ফেল্লে, থাম থাম। দাদার আবার শরীর খারাপ, দেখছ না ?—কেমন দাদা, বউদি নইলে কি বাড়ী মানায়, বলেছিলাম না মাইরী ?

নন্দ। হ্যাঁ ঠিক বলেছিলে, এখন বুঝতে পারছি।

নিধু। এবার বাওয়া মোটর কিনবে ত ?

নন্দ। নিশ্চয়ই।

বঙ্কু। আমাদের চড়াবে ?

নন্দ। সে কথা বল্‌তে।

নিধু। আর বাওয়া ট্রামে চড়বে ?

নন্দ। আবার !

গুপী। কেমন মনে করে দেখ আর মাথায় কোন গোলযোগ আছে ?

নন্দ। না।

গুপী। পেট ঠিক হয়েছে ?

নন্দ। হ্যাঁ।

গুপী। শরীরে মনে করে দেখ আর কোন অসুখ নাই ?

নন্দ। না।

গুপী। তা হলে এইবার মনে করে দেখ ডাক্তারের ফি' তোমার সেই জিনিষটী ডাক্তারকে দিতে হবে।

বঙ্কু। মাইরী সেই আকাশের চেয়ে মস্ত জিনিষটা কি দাদা ?

গুপী। প্রাণ।

নন্দ। সেত অনেকক্ষণ দিয়ে ফেলেছি। আমাতে কি আর আমি আছি দাদা।

মিসেস। শুনছিস লো ?

শান্তা। বেশ, তবে আমি patientএর charge নিলাম।

গুপী। আগা গোড়া মনে করে দেখ wrong diagnosis হয়েছে, রোগ সারবে কোথা হতে। এর জন্য thanks পাওয়া উচিত আমার স্ত্রীর—থুরী, মনে করে দেখ মিসেস বোসের। এইবার দরকার একটু long change—a Honeymoon trip—

বঙ্কু। মাইরী বলিহারী বউদির 'মন-প্যাথি' !

যবনিকা